ছোটদের

বত্রিশ সিংহাসন

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

চিত্রশিল্পী
শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীফণী গুপ্ত

আশ্বিন, ১৩৪৪

প্রিণ্টার
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

মূল্য ৸০ আনা

নিবেদন

বত্রিশ সিংহাসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল—বাঙ্গালা ১৩২৬ সনে। দীর্ঘ আঠার বৎসর পরে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'র ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। কিশোর-কিশোরীদের পাঠোপযোগী করিয়া ইহাতে তাহার মূলাংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

অনেকে বত্রিশ সিংহাসনকে গল্পের গ্রন্থ মাত্র মনে করেন; বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। উহা গল্পচ্ছলে বর্ণিত একখানা নীতিগ্রন্থ। বালকবালিকারা অসঙ্কোচে যাহাতে সকলের কাছে পড়িতে ও সকলের সহিত আলোচনা করিতে পারে—সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, সরল ভাষায় এই অনুবাদ করা হইয়াছে। গৃহে বা বিদ্যালয়েও ইহা অসঙ্কোচে পঠন-পাঠন চলিতে পারে। সুশ্রী ও সচিত্র পুস্তকের সমাদর লক্ষ্য করিয়া ইহার শ্রী-সম্পাদনে ও ইহাতে চিত্র প্রদানে ত্রুটি করা হয় নাই। ইতি—

কলিকাতা
মহালয়া, ১৩৪৪

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী

সূচনা

স্বর্গ হইতেও সুন্দর, উজ্জয়িনী নামে এক নগর ছিল। সেখানকার ঘরবাড়ী, দীঘিপুকুর, গাছলতা, উদ্যানাদি দেখিলে দেবতাদেরও লোভ হইত।

এহেন পরম সুন্দর নগরের রাজার নাম **ভর্ত্তৃহরি**। তিনি যেমন বিদ্বান্, তেমনই জ্ঞানী, আর তেমনই ছিলেন বীরপুরুষ!

ভর্ত্তৃহরির এক ছোট ভাইয়ের নাম **বিক্রমাদিত্য**। বিক্রমাদিত্য কি না—সূর্য্যের মত তেজস্বী। এই নাম হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কিরূপ বীরপুরুষ ছিলেন।

অনেকদিন রাজত্ব করিবার পর, কোনও কারণে ভর্ত্তৃহরির মনে সংসারের উপর বড়ই বিরাগ জন্মিল। তিনি বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর রাজত্ব দিয়া বনে চলিয়া গেলেন—তথায় তপস্যা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মমতে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের যত ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী-দরিদ্র, কাণা-কুঁজা-খোঁড়া প্রচুর ধন ও দ্রব্য পাইয়া শতমুখে বিক্রমাদিত্যের গুণ কীর্ত্তন ও দুইহাত তুলিয়া ভগবানের কাছে তাঁহার উন্নতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। চাকরেরা প্রচুর পুরস্কার পাইয়া যেমন খুশী হইল, মন্ত্রী আর অধীন রাজারাও বিক্রমের গুণে এবং সদ্ব্যবহারে তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শাসন ও পালনগুণে উজ্জয়িনীতে কাহারও আর কোন দুঃখ রহিল না। সকলেই মনের আনন্দে ঘরসংসার করিয়া পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

একসময়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে নাচগানের কথা লইয়া বড়ই তর্ক আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য সকল বিদ্যায় সমান অধিকারী বলিয়া ঐ তর্কের মীমাংসক নিযুক্ত হ'ন। তিনি বিশেষ বুদ্ধির সহিত তর্কের মীমাংসা করিয়া দিলে দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে নানা পুরস্কার ও একখানা সিংহাসন দিলেন। ঐ সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুল ছিল।

বিক্রমাদিত্য সিংহাসন লইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিলেন। ভাল দিন দেখিয়া, পূজা-হোম প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তিনি সিংহাসনে বসিলেন।

দেবতাগণের তর্কের মীমাংসা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য বেতাল-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বেতাল, বিক্রমাদিত্যের কথামত মানুষের অসাধ্য কাজ সাধন করিয়া দিত—বলা মাত্রই বিক্রমাদিত্যকে লইয়া যেখানে সেখানে নিমেষমধ্যে চলিয়া যাইত।

কিছুকাল গেলে উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, ধূমকেতুর উদয় হইতে লাগিল। রাজা, দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া সেই সকলের ফল জানিতে চাহিলেন। সকলে বিচার করিয়া বলিল—"এই সকল দুর্লক্ষণের ফলে রাজার মরণ হয়।"

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"আমি দেবতা-সাধন করিলে, দেবতা আমাকে

অমর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম যে, 'আড়াই বছরের মেয়ের যখন ছেলে হইবে, তখন যেন আমার মৃত্যু হয়।'—দেবতা আমাকে সেই বরই দিয়াছিলেন। তবে কি সত্য সত্যই আড়াই বছরের মেয়ের ছেলে হইল? নতুবা ত আমার মরণ হইতে পারে না।"

রাজা দৈবজ্ঞদিগের কথামত বেতালকে ডাকিয়া আনিয়া ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য পাঠাইলেন।

বেতাল, রাজার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল। সে বহুদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিষ্ঠান নগরে যাইয়া দেখিল, আড়াই বছর বয়সের এক মেয়ের একটি ছেলে হইয়াছে। ছেলেটির নাম রাখা হইয়াছে **শালিবাহন**।

বেতাল ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে সে খবর দিল।

বিক্রমাদিত্য ঐ শিশুকে বধ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান নগরে গেলেন; কিন্তু শিশুকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া নিজের খড়্গে নিজেই অত্যন্ত আঘাত পাইলেন এবং সেই আঘাতে প্রতিষ্ঠান হইতে একেবারে উজ্জয়িনীতে আসিয়া পড়িলেন। যেমন পতন তেমনই মূর্চ্ছা! বিক্রমাদিত্যের সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

রাজার অনেক মহিষী; তাঁহাদের মধ্যে একজনের সন্তান হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই মহিষী ছাড়া অপর সকল মহিষী রাজার সহিত সহমরণে গেলেন।

মন্ত্রীরা, রাজার যে ছেলে হইবে সেই ছেলের নামে—রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে বত্রিশ পুতুলের যে সিংহাসন দিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন শূন্য রহিল। রাজা-ই নাই, সিংহাসনে বসিবে কে?

এইভাবে কিছুদিন গেলে একদিন দৈববাণী হইল—"এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত লোক নাই, সুতরাং উহা কোন পবিত্র স্থানে স্থাপন কর।"

মন্ত্রিগণ দৈববাণী শুনিয়া সিংহাসনখানা এক পবিত্র ক্ষেত্রে স্থাপন করিলেন।

(২)

বহুকাল অতীত হইল। মহামতি ভোজ রাজা হইলেন।

যে ক্ষেত্রে ইন্দ্রদত্ত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালে সেস্থানে নানা তৃণগুল্ম জন্মিল, মাটী জমিয়া সেই সিংহাসন ঢাকিয়া গেল। কেহ আর উহা দেখিতে পাইত না। সেখানে কেবল একটা মাটীর ঢিবি দেখা যাইত।

এক ব্রাহ্মণ সেই স্থানটি লইয়া তঁথায় শস্যের ক্ষেত্র করিলেন। ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল ফলিল। পাখীরা যাহাতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট না করে, সেজন্য ব্রাহ্মণ সেই ঢিবির উপরের স্থানটা পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে একখানা মাঁচা পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন—পাখী আসিলেই তাড়াইয়া দিতেন।

একদিন ভোজরাজ, রাজপুত্র ও সৈন্য-সামন্তের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাহ্মণের সেই ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন সেই মাঁচার উপর বসিয়া পাখী তাড়াইতেছিলেন।

ভোজরাজকে উপস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ, আমার ক্ষেতে প্রচুর ফসল জন্মিয়াছে, অতএব সৈন্যগণের সহিত ক্ষেতে আসিয়া ঘোড়াগুলিকে ইচ্ছামত খাইতে দিন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মত অতিথি পাইয়াছি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা সৈন্যগণের সহিত ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ সেই মাঁচা হইতে নামিয়াই বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, বড়ই অন্যায় কথা যে, আপনি ব্রাহ্মণের ক্ষেত নষ্ট করিতেছেন! শাস্ত্রে বলে যে,—

করি-দেহে হয় যদি কভু কণ্ডূয়ন,
দেশের শাসক যদি অত্যাচারী হ'ন,
বিদ্বান্ যদ্যপি করে পাপ আচরণ,
সাধ্য নাই কা'রো তাহা করে নিবারণ।

আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন, তবু কেন এরূপ অন্যায় কাজ করিতেছেন?"

ভোজরাজ ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র ক্ষেত্র হইতে সৈন্যাদিসহ বাহির হইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ যাইয়া আবার সেই ঢিবির উপর মাঁচায় বসিলেন।

ব্রাহ্মণ মাঁচার উপর যাইয়াই বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, কেন ক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতেছেন? আমার ক্ষেতে যথেষ্ট যব ও ফুটি জন্মিয়াছে, আপনারা ইচ্ছামত উহা ভোগ করুন।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা আবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণও মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া ভোজরাজকে পূর্ব্বের ন্যায় বহু অনুযোগ করিলেন।

ভোজরাজ, ব্রাহ্মণের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং চমৎকৃতই হইলেন। কেননা, মাঁচার উপর গেলে ব্রাহ্মণের মনে যে সদিচ্ছা জাগে, উহা হইতে নামিলেই তাঁহাতে আর ঐ সাধু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তখন তিনি নিজে একবার ঐ মাঁচার উপর যাইয়া উঠিলেন।

রাজা যেমন মাঁচায় উঠিলেন—অমনি তাঁহার হৃদয়ে সমুদয় সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দূরীকরণ, দুষ্টের শাসন ও সাধুর পালন, ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। অধিক কি, কেহ চাহিলে নিজ দেহ পর্য্যন্ত দান করিতে রাজার বাসনা হইল। তিনি ঐ ঢিবির এই অদ্ভুত ক্ষমতা অনুভব করিলেন এবং উহার কারণ কি, জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহলী হইলেন।

ভোজরাজ ক্ষেত্রের মালিক সেই ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন-ধান্য দিয়া ক্ষেতখানা কিনিয়া লইলেন।

রাজা ভোজের আদেশে, মাঁচার নীচে যে ঢিবি ছিল, লোকজনেরা তাহার মাটী সরাইয়া ফেলিল—তখন একটা অতিশয় জ্যোতিঃপূর্ণ শিলা দেখিতে পাওয়া গেল। আরও কিছু খনন করা হইলে শিলার নীচ হইতে একখানা অতি রমণীয় সিংহাসন বাহির হইল। উহা চন্দ্রকান্ত মণিদ্বারা নির্ম্মিত, বহুরত্নে খচিত। সিংহাসনের নিম্নভাগে বত্রিশটি অতি সুন্দর পুতুল রহিয়াছে। উহা দেখিয়া ভোজরাজের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

রাজা তখনই উহা রাজধানীতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সহস্র সহস্র লোকে, শত চেষ্টায়ও উহাকে বিন্দুমাত্র নড়াইতে পারিল না। তখন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া—বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি দিলেন। সিংহাসন তখন খুব হাল্‌কা হইল। সিংহাসন নগরে আনা হইল।

সহস্র তোরণযুক্ত এক অতি সুন্দর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া সিংহাসন তাহাতে রাখা হইল। রাজা উত্তম দিন-ক্ষণ দেখিয়া, রাজবেশে ভূষিত হইয়া, মন্ত্রিগণের সহিত মণ্ডপে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভাটেরা রাজার গুণের কথা গায়িতে লাগিল। রাজা উপস্থিত সকলকে আকাঙ্ক্ষার অধিক বস্তু দান করিলেন আনন্দ-কোলাহলে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল

(৩

মন্ত্রীর পরামর্শে অতি সহজে সিংহাসন উঠাইতে সমর্থ হওয়ায় রাজা ভোজ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তিনি কহিলেন—"বুদ্ধিমানদিগের সহিত বাস করিলে সুখী ও লাভবান হওয়া যায়।"

রাজার প্রশংসা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ! যে নিজে বুদ্ধিমান সাজে, পরের পরামর্শ গ্রহণ করে না, তাহার নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়। আপনি তদ্রূপ নহেন, বিশ্বাসী লোকের পরামর্শ আপনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই কোন কার্য্যই আপনার অসাধিত থাকে না।"

রাজা কহিলেন—"যিনি বিপদ্ নিবারণ করিয়া, ভাবী উপকার সাধন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী। শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, যিনি উপস্থিত ব্যাপার সাধন, ভাবী কার্য্য সম্পাদন ও বিঘ্নদূরীকরণের বিষয় একসঙ্গে ভাবিতে পারেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী।"

মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ! প্রভুর মঙ্গল সাধন করাই মন্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। বাস্তবিক যাঁহাদের মন্ত্রণা—কার্য্যের অনুযায়ী, কার্য্য—প্রভুর হিতকর, তাঁহারাই প্রকৃত মন্ত্রী!" এই বলিয়া তিনি একটি প্রাচীন গল্প বলিতে লাগিলেন—

"**বিশালা**নাম্নী এক নগরী ছিল। তথাকার রাজার নাম **নন্দ**। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। নন্দরাজের পুত্রের নাম **জয়পাল,** মন্ত্রীর নাম **বহু-শ্রুত**। আর নন্দরাজের মহিষীর নাম **ভানুমতী**।

রাজা ভানুমতীকে এমনই ভালবাসিতেন যে, ক্ষণকালও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। অধিক কি, সিংহাসনে বসিবার সময়ও তিনি ভানুমতীকে পাশে বসাইতেন।

রাজরাণী সভার মাঝে রাজার সহিত সিংহাসনে বসেন—কত দেশ-বিদেশের লোক এবং প্রজারা আসিয়া রাণীকে দেখিয়া যায়—মন্ত্রীর মনে উহা ভাল লাগিল না। তিনি রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, রাজ-পত্নী অসূর্য্যম্পশ্যা হইবেন। তাঁহার পক্ষে রাজার সহিত, সভামধ্যে সিংহাসনে উপবেশন উচিত নহে।'

রাজা বলিলেন—'আমি সবই জানি, সবই বুঝি। কিন্তু মহিষীকে না দেখিলে যে আমি নিমিষকালও থাকিতে পারি না!'

মন্ত্রী কহিলেন—'তবে চিত্রকর ডাকাইয়া রাণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হউক। উহাই আপনার সম্মুখে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে।'

মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই কাজ হইল—চিত্রকর আসিয়া রাণীর মূর্ত্তি আঁকিয়া দিল। চিত্র দেখিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন—প্রচুর ধন-রত্ন দিয়া চিত্রকরকে বিদায় করিলেন।

রাজার গুরুদেব **শারদানন্দ,** রাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—'চিত্রকর উত্তম চিত্র আঁকিয়াছে বটে; কিন্তু রাণীর বাম উরুমূলে যে তিলকের ন্যায় মৎস্য-চিহ্ন আছে, তাহা আঁকে নাই!'

শারদানন্দের কথায় রাজার মনে বড়ই সন্দেহ হইল। তিনি গুরুদেবকে চরিত্র-হীন মনে করিয়া মন্ত্রীর নিকট শারদানন্দের প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। মন্ত্রী, শারদানন্দকে বাঁধিয়া মশানে লইয়া চলিলেন।

মশানে যাইবার সময় শারদানন্দ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—'বিপৎকালে পূর্ব্বকৃত পুণ্যই সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে!'

শারদানন্দের কথা শুনিয়া মন্ত্রী ভাবিলেন—যে জন্য রাজা ইঁহার প্রাণবধ করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহা সত্য কি না কে জানে? সুতরাং আমি কেন বৃথা ব্রাহ্মণকে বধ করিতেছি?—এই ভাবিয়া তিনি শারদানন্দকে নিজের অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিলেন। কেহই সেই সংবাদ জানিল না।

কিছুকাল গেল। রাজপুত্র জয়পাল মৃগয়ায় গেলেন। পুরী হইতে বাহির হইবার সময়ই—অকালবৃষ্টি, বজ্র ও উল্কাপাত হইল।

সে সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলেই রাজপুত্রকে মৃগয়ায় যাইতে নিষেধ করিল—কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনিলেন না।

মন্ত্রিপুত্র **বুদ্ধি-সাগর** কহিলেন—'জয়পাল! তোমার বড়ই বিপদ্ আসিতেছে, নতুবা এমন বিপরীত বুদ্ধি হইবে কেন?'—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—রাজপুত্র অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

মৃগয়ায় যাইয়া বহু পশু বধ করিয়া রাজপুত্রের অন্তর আহ্লাদে পূর্ণ হইল। তিনি একটা কৃষ্ণসার মৃগের পাছে পাছে ছুটিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। সৈন্য-সামন্ত ও সঙ্গীরা বহুদূরে পড়িয়া রহিল।

রাজপুত্রের গহন বনে প্রবেশমাত্রই সার হইল—কৃষ্ণসার যে কোথায় পলাইয়া গেল—তাহার আর খোঁজই পাওয়া গেল না। রাজপুত্র পরিশ্রান্ত হইয়া এক সরোবরের তীরে ঘোড়া হইতে নামিলেন. গাছের সহিত ঘোড়া বাঁধিয়া হাতমুখ ধুইলেন, জল পানকরিয়া সুস্থ হইলেন।

তিনি বিশ্রামের জন্য যেমন বৃক্ষতলে বসিবেন—এমন সময় এক অতি ভীষণ বাঘ আসিয়া সেখানে উপস্থিত! ঘোড়াটা ত বাঘ দেখিয়াই দড়ি ছিঁড়িয়া দে ছুট! রাজপুত্রও ভয়ে জড়সড় হইয়া সম্মুখের গাছে উঠিয়া পড়িলেন।

রাজপুত্রের আগেই এক ভল্লুক ঐ গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল। গাছে ভল্লুক দেখিয়া ভয়ে রাজপুত্রের প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ভালুক মানুষের ভাষায় অভয় দিয়া কহিল—'কুমার! তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।'

রাজপুত্র গাছে উঠিয়া পড়িলেন। আগেই এক ভল্লুক গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল

বাঘ ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের মূলে আসিল। সেই সময় সূর্য্য অস্ত গেল—বনভূমি আঁধারে ঢাকিয়া রাত্রি উপস্থিত হইল।

রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া ভল্লুক কহিল—'রাজপুত্র! গাছের উপর ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেই নীচে পড়িয়া যাইবে—অমনি বাঘ তোমাকে খাইবে। অতএব তুমি আমার কোলে শুইয়া নিদ্রা যাও।' রাজপুত্র তাহাই করিলেন।

রাজপুত্রকে ভল্লুকের কোলে ঘুমাইতে দেখিয়া, বাঘ, ভল্লুককে কহিল—'দেখ, এ ব্যক্তি গ্রাম-বাসী। আজ প্রাণে রক্ষা পাইয়া আবার যখন বনে আসিবে, তখনই আমাদিগকে সংহার করিবে। কাজেই এ আমাদের সকলের শত্রু। তথাপি তুমি কেন উহাকে আশ্রয় দিতেছ? তুমি উপকার করিলেও এ ব্যক্তি তোমার অপকার করিবেই। অতএব উহাকে নীচে ফেলিয়া দাও, আমি সুখে আহার করি।'

ভল্লুক কোনমতেই বাঘের কথায় রাজি হইল না। সেই সময় রাজপুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ভল্লুক বলিল—'কুমার! এক্ষণে আমি একটু ঘুমাইব; তুমি সাবধানে থাক।' এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল।

ভল্লুক ঘুমাইলে, বাঘ, রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'রাজপুত্র! ভল্লুক নখায়ুধ, আপনি উহাকে বিশ্বাস করিবেন না। শাস্ত্রে লেখা আছে—

নদী, নখী, শৃঙ্গী কিংবা যেই হয় অস্ত্রধারী জন,
রমণী ও রাজকুলে বিশ্বাস না করিও কখন।

আবার ভল্লুকের মতির স্থিরতা নাই—কাজেই উহার প্রসন্নতাও ভয়-জনক, কেন না—

ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে হয়,
চঞ্চল-হৃদয় জনের প্রসাদেও ঘটে' থাকে ভয়।

এই ভল্লুক আমার কবল হইতে রক্ষা করিয়া শেষে নিজেই আপনাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি উহাকে ফেলিয়া দিন—আমি ভক্ষণ করিয়া চলিয়া যাই।'

বাঘের যুক্তি শুনিয়া রাজপুত্র যেমন ভল্লুককে নীচে ফেলিতে গেলেন, অমনি সে পড়িতে পড়িতে গাছের অন্য ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া রাজপুত্রের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল!

ভল্লুক অতিশয় রাগিয়া বলিল—'পাপিষ্ঠ! এখন ভয় পাইলে লাভ কি? যেমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছিস্, তাহার উপযুক্ত ফল ভুগিতেই হইবে। পিশাচ হ'—সর্ব্বদা **স-সে-মি-রা** এই অক্ষর কয়টি বলিতে থাক্!'—এই বলিয়া ভল্লুক রাজপুত্রের গালে খুব জোরে এক চড় মারিল।

(৪)

রাত্রি ভোর হইল। বাঘ ও ভল্লুক চলিয়া গেল। রাজপুত্র কেবল 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওদিকে বাঘের ভয়ে দড়ি ছিঁড়িয়া রাজপুত্রের ঘোড়া দৌড়িতে দৌড়িতে রাজধানীতে যাইয়া হাজির হইল। রাজপুত্র নাই, কিন্তু তাঁহার ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে! রাজা সেই কথা শুনিলেন।

রাজার ডাকে মন্ত্রী আসিলেন। মন্ত্রী ও পরিজন সকলকে লইয়া রাজা পুত্রের খোঁজে বনে গেলেন। বনে খুঁজিতে খুঁজিতে রাজপুত্রকে পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহার অন্য কোন জ্ঞান ত নাইই, অধিকন্তু তিনি কেবলই 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিতেছিলেন।

কত মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ আসিল, কত দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষী আসিল, কত চিকিৎসা হইল; কিন্তু রাজপুত্রের ব্যারামের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

এতদিন পরে—এইরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়া, রাজার মনে গুরু শারদানন্দের কথা জাগিল। হায়! তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ক্ষণমধ্যেই রাজপুত্রকে ভাল করিতে পারিতেন! মন্ত্রীর নিকট সে কথা বলিয়া রাজা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন—'যাহা হইবার হইয়াছে। অতীত বিষয়ের আলোচনায় আর লাভ নাই।'

রাজা বলিলেন—'মন্ত্রিন্, ঘোষণা করিয়া দাও—রাজকুমারকে যে নীরোগ করিতে পারিবে, তাহাকে আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক দান করিব।'

মন্ত্রী, রাজার আদেশানুসারে ঐকথা ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া শারদানন্দের নিকট সকল কথা বলিলেন।

শারদানন্দ কহিলেন—'মন্ত্রিন্! রাজাকে যাইয়া বল,—আমার এক কন্যা আছে। রাজপুত্রকে তাহার কাছে লইয়া গেলে, সে ইহার একটা উপায় করিতে পারে।'

মন্ত্রী, শারদানন্দের উপদেশ মত রাজাকে সকল কথা বলিলেন। রাজা সভার সকল লোক এবং পুত্রের সহিত মন্ত্রীর গৃহে গেলেন। সম্মুখে এক পর্দ্দা—তাহার আড়ালে শারদানন্দ বসিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া রাজপুত্র কেবলই 'স-সে-মি-রা' 'স-সে-মি-রা' বলিতে লাগিলেন।

সকলে যথাযোগ্য স্থানে বসিলে পর্দ্দার আড়াল হইতে, মন্ত্রি-কন্যা বলিয়া পরিচিত শারদানন্দ বলিতে লাগিলেন—

'সদ্ভাব-প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তু কিং নাম পৌরুষম্॥

সদ্ভাব সদাই যার হৃদে বাস করে,
কি-ই বা বিজ্ঞতা আছে বঞ্চিয়া তাহারে?
কোলে শুয়ে নিদ্রা যায় যে বিশ্বাসী জন,
কি পৌরুষ তা'র প্রাণ করিয়া হনন?'

এই শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র 'সে-মি-রা' 'সে-মি-রা' বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!

পর্দ্দার আড়াল হইতে আবার পড়া হইল—

'সেতুং গত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
ব্রহ্মহত্যাপ্রমুচ্যেত মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

সেতুবন্ধ রামেশ্বর সাগর-সঙ্গম,
ব্রহ্ম-হত্যা পাপ পারে করিতে মোচন।
কিন্তু যেই নরাধম মিত্রদ্রোহী হয়,
কিছুতেই তা'র পাপ নাহি পায় ক্ষয়॥'

এই দ্বিতীয় শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র কেবল 'মি-রা' 'মি-রা' বলিতে লাগিলেন।

পর্দ্দার আড়াল হইতে আবার তৃতীয় শ্লোক পড়া হইল—

'মিত্র-দ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

মিত্রহা কৃতঘ্ন আর বিশ্বাসঘাতক
প্রলয় পর্য্যন্ত ভোগে এ তিনে নরক।'

এই শ্লোক পড়া শেষ হইতেই রাজপুত্র কেবল 'রা' 'রা' বলিতে লাগিলেন। আবার পর্দ্দার আড়াল হইতে পড়া হইল—

'রাজন্ ভো তব পুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥

রাজন্ চাহ গো যদি পুত্রের কল্যাণ,
দেব আরাধনা কর দ্বিজে কর দান।'

এই শ্লোকপাঠ শেষ হইতেই রাজপুত্র ভাল হইয়া গেলেন—তাঁহার আর কোন অসুখ রহিল না। তিনি সকলের কাছে ভল্লুকের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা, মন্ত্রীর কন্যা মনে করিয়া শারদানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—'কুমারি, তুমি অন্তঃপুরে বাস কর—কখনও বনে যাও নাই; তবে কিরূপে বাঘ-ভালুকের ভাষা শিখিলে?'

পর্দ্দার আড়াল হইতে উত্তর হইল—'দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে

আমার জিহ্বায় সরস্বতী বাস করেন। সেইজন্য, ভানুমতীর তিলের ন্যায় বাঘ-ভালুকের ভাষাও জানিতে পারিয়াছি।'

এইকথা শুনিবামাত্র রাজা তাড়াতাড়ি এক টান্ দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিলেন। তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেখানে রাজগুরু শারদানন্দ বসিয়া রহিয়াছেন! রাজা ও অপর সকলে অতিশয় আনন্দের সহিত গুরু

রাজা এক টান্ দিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিলেন

শারদানন্দের পায়ে প্রণাম করিলেন। মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি অশেষ প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীকে বহুপ্রকারের দ্রব্য দান করিলেন।"

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া মন্ত্রী, ভোজরাজকে কহিলেন—"মহারাজ, যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাজ করেন তাঁহার কোনই দুঃখ থাকে না।"

রাজা শুনিয়া একটু হাসিলেন। তারপর দীনদুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, বধির

প্রভৃতিকে বহু ধনরত্ন দান করিলেন। সকলে আশার অধিক ধনরত্ন পাইয়া দুইহাত তুলিয়া ঈশ্বরের কাছে ভোজরাজের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। চারিদিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি হইতে লাগিল। দিব্য ধূপগন্ধে চারিদিক ভরপূর হইল। রাজা ছত্র, চামর, দণ্ড প্রভৃতি রাজভূষণে ভূষিত হইয়া সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

প্রথম পুতুল—মিশ্রকেশী

ভোজরাজ মঙ্গলকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া, ঐ আশ্চর্য্য সিংহাসনে উঠিবার জন্য যেমন একটি পুতুলের মাথায় পা দিতে গেলেন, অমনি সেই পুতুল মানুষের মত ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল—"মহারাজ, যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের মত মহত্ত্ব ও দান করিবার ক্ষমতা আপনার থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

ভোজরাজ কহিলেন—"তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের যে গুণের কথা বলিলে, আমার সেই সকল গুণই আছে। আমিও উপযুক্তরূপ দান করিয়া থাকি।"

পুতুল কহিল—"মহারাজ, আপনি নিজমুখেই নিজের গুণের কথা কহিতেছেন। ইহা বড়ই অন্যায় শাস্ত্রে আছে—

আপন গুণের কথা যে করে কীর্ত্তন,
এ মহী মাঝারে বটে সে জন দুর্জ্জন।
পরদোষ আত্মগুণ, যে হয় সুজন—
নাহি করে আত্মমুখে কদাপি বর্ণন।"

একটা পুতুলের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া রাজা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সত্য;

সিংহাসনে উঠিবার জন্য যেমন একটি পুতুলের মাথায় পা দিতে গেলেন

বাস্তবিক মূর্খেরাই নিজের গুণ নিজে গায়িয়া বেড়ায়। সেরূপ করা আমার পক্ষে ভাল হয় নাই। যাহা হউক, এই সিংহাসন যাঁহার ছিল তাঁহার উদারতার কথা খুলিয়া বল।"

পুতুল বলিল—"ভোজরাজ, এ সিংহাসন যাঁহার, তাঁহার নাম মহারাজ বিক্রমাদিত্য। তিনি সন্তুষ্ট হইলেই প্রার্থীকে কোটী সুবর্ণ দান করিতেন। বেশী কথা কি, কাহারও সহিত দেখা হইলেই তাহাকে তিনি সহস্র সুবর্ণ দিতেন; আলাপ হইলে দশ হাজার, মহৎ ব্যক্তিকে লক্ষ এবং সন্তুষ্ট হইলে সর্ব্বদা কোটী সুবর্ণ দান করিতেন। আপনার যদি সেইরূপ দান করিবার শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পুতুল—প্রভাবতী

ভোজরাজ অন্য এক পুতুলের মাথায় পা দিতে উদ্যত হইলেন।

পুতুল রাজাকে বলিয়া উঠিল—"রাজন্, যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপনার গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা কর।"

পুতুল বলিতে লাগিল—

"বিক্রমাদিত্য রাজা হইবার পরে গুপ্তচরদিগকে কহিলেন—'তোমরা পৃথিবীর সব জায়গা বেড়াইয়া আইস। যেখানে যা কিছু নূতন দেখিবে আমাকে আসিয়া তাহার কথা জানাইবে। আমি উহা দেখিতে যাইব।'

কিছুকাল গেল। এক গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে বলিল—'মহারাজ, চিত্রকূট পর্ব্বতের কাছে এক তপোবনে খুব সুন্দর একটি দেবালয় আছে। পর্ব্বতের একটি উচ্চচূড়া হইতে সেখানে অতিশয় নির্ম্মল জল সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকে। সেই জলে স্নান করিলে সমুদয় পাপ দূর হয়—পাপীর দেহ হইতে কালো জল বাহির হয়। এক ব্রাহ্মণ একটা খুব বড় কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেখানে কতকাল ধরিয়া যে যজ্ঞ করিতেছেন কেহই তাহা বলিতে পারে না। কুণ্ড হইতে প্রতিদিন যজ্ঞের ছাইগুলি তুলিয়া ফেলা হয়, সেগুলি একটা উঁচু

পাহাড়ের মত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কাহারও সহিত কথা বলেন না। উহা অতি বিচিত্র স্থান।'

গুপ্তচরের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য তখনই বেতালকে ডাকিলেন। ডাকামাত্র বেতাল আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বেতালের সহিত সেই দেবালয়ে গেলেন। মন্দির দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন, পাহাড়ের জলের ধারায় স্নান করিয়া শরীর জুড়াইলেন। তারপর যজ্ঞকুণ্ডের কাছে যাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কত বৎসর যাবৎ এখানে হোম করিতেছেন?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'একশত বৎসর যাবৎ। তবু দেবতা প্রসন্ন হইতেছেন না।'

বিক্রমাদিত্য দেবতার নামে কুণ্ডে আহুতি দিলেন, দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। তখন তিনি নিজের মাথা কাটিয়া হোম করিবার জন্য যেমন খড়্গদ্বারা আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি দেবতা আবির্ভূত হইয়া খড়্গ ধরিলেন, বলিলেন—'আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর লও।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—'এতকাল ধরিয়া যজ্ঞ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হ'ন নাই কেন? আর এত সহজেই বা আমার উপর প্রসন্ন হওয়ার কারণ কি?'

দেবতা কহিলেন—'মহারাজ, এই ব্রাহ্মণের মনে কোনই ভাব নাই। কাজেই এতকাল যজ্ঞ করিলেও প্রসন্ন হই নাই। দেখ, শুধু জপ করিলেই জপের ফল পাওয়া যায় না—ঐ সকল কাজ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এবং খুব একাগ্রচিত্তে করিতে হয়। নতুবা কোনই ফল হয় না।

'আরও—যা'রা মন্ত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, শুধু অক্ষর বলিয়া ভাবে; তীর্থকে পুণ্যস্থান ও পাপক্ষয়ের স্থান বলিয়া মনে করে না, আমোদের বা মেলার স্থান বলিয়া ভাবে; ব্রাহ্মণকে নিজেরই মত হস্তপদযুক্ত মানুষ বলিয়া মনে করে, দেবতাকে মিথ্যা ভাবে, দৈবজ্ঞকে বিশ্বাস করে না, গুরুকে পরম দেবতা

যেমন খড়্গদ্বারা আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন অমনি দেবতা আবির্ভূত হইয়া খড়্গ ধরিলেন।

মনে না করিয়া একজন মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহারা মন্ত্র জপ করিয়া, তীর্থে যাইয়া, ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, দেবতার পূজা করিয়া কোনই ফল পায় না।

'যেহেতু—দেবতার মূর্ত্তি, কাঠপাথর বা মাটী দিয়া গড়িয়া যাহারা উহাকে কাঠ, পাথর বা মাটী বলিয়াই মনে করে, তাহারা ঐ দেবমূর্ত্তিতে শুধু কাঠ, পাথর বা মাটীই দেখিতে পায়। আর যাহারা দেবতার মূর্ত্তিতে ভগবান রহিয়াছেন বলিয়া মনে করে, তাহারা উহাতে ভগবানকেই দেখিতে পায়। বাস্তবিক ভগবান কাঠ, পাথর বা মাটীতে থাকেন না; তিনি, যাহারা পূজা বা উপাসনা করে তাহাদের মনের ভাবের ভিতর থাকেন।'

রাজা কহিলেন—'ব্রাহ্মণের অভীষ্ট পূর্ণ হৌক্—এই বর দিন।'

দেবতা, রাজার প্রার্থনায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন—রাজাকে কত প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর রাজার প্রার্থনা মত বর দিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ, আপনার যদি ঐরূপ ধৈর্য্য ও উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পুতুল—সুপ্রভা

রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উদ্যোগ করিলে, তৃতীয় পুতুল কহিল—"ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের মত গুণবান রাজাই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের কি কি গুণ ছিল, তাহা বল।"

পুতুল বলিতে লাগিল—

"পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা নাই। তিনি সকলকেই আপন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার যেমন ছিল ধৈর্য্য—তেমনই ছিল উদ্যম। এজন্য দেবতারাও তাঁহার সহায়তা করিতেন।

তিনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন—এই সংসার, আজ আছে তো কাল নাই। কবে যে কাহার কি হইবে কেহ তাহা জানে না—বলিতে পারে না। কাজেই রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দান এবং ভোগ করাই উচিত। দীপশিখার মত লক্ষ্মী চঞ্চলা। সৎপাত্রে দান না করিলে, দানে কোন ফলই হয় না; ভোগ না করিলে সঞ্চিত অর্থেরই বা ফল কি? লোকের ভোগের জন্য যেমন দীঘিতে জল রাখা হয়, তেমন দান করিবার জন্যই অর্থ সঞ্চয় করা হয়।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি এমন একটা যজ্ঞ করিতে মনন করিলেন, যে যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে হয়। রাজার হুকুমে কারুকরেরা আসিল—খুব সুন্দর করিয়া যজ্ঞের জন্য একটা ঘর তৈয়ারী করিল।

রাজার কর্ম্মচারীরা যজ্ঞের জিনিসপত্র আনিয়া মণ্ডপ ভরিয়া ফেলিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মুনি, ঋষি প্রভৃতি সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইল।

সমুদ্র-দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য এক ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ সমুদ্রের তীরে যাইয়া সমুদ্রের পূজা করিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সমুদ্র-দেবতা ব্রাহ্মণের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'যে জন্য বিক্রমাদিত্য আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার দেওয়া সেই সমুদয় বস্তুই পাইয়াছি। তবু তাঁহার যজ্ঞে যাওয়া আমার উচিত। কিন্তু আমি একটা বড় গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত আছি, তাই যাইতে পারিতেছি না। বিক্রমাদিত্য আমার পরম সুহৃদ্। তাঁহার যজ্ঞের জন্য এই চারিটি রত্ন দিতেছি, ধরুন। ইহার একটির কাছে, যে দ্রব্য মনে করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয় রত্নটি সমুদয় খাদ্যসামগ্রীর রস অমৃতের তুল্য করে; তৃতীয় রত্নটি অশ্ব-রথ-পদাতিযুক্ত চতুরঙ্গসেনা দান করে; চতুর্থ রত্নটি দিব্য আভরণসকল দিয়া থাকে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের হাতে এই রত্ন চারিটি দিবেন।'

ব্রাহ্মণ সমুদ্র-দেবতার দেওয়া রত্ন চারিটি লইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিলেন। সেই সময় রাজার যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে। যত লোক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে আকাঙ্ক্ষার অধিক ধনরত্ন দান করিয়া বিদায় দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার হাতে রত্ন চারিটি দিলেন এবং উহাদের কাহার কি গুণ তাহাও বলিলেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই এই রত্ন দিয়া আর আমি কি করিব? ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি গৃহে যাইয়া গৃহিণী, পুত্র ও পুত্রবধূর মত লইয়া আসি। তাহারা যে রত্নটি লইতে বলে তাহাই লইব।'—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিলেন—সকলের কাছে রত্নের গুণের কথা বলিলেন।

রত্নের গুণের কথা শুনিয়া পুত্র বলিল—'যে রত্ন চতুরঙ্গসেনা দান করে, আমরা তাহাই লইব। তাহা লইলে সুখে রাজত্ব করিতে পারিব।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'যাহার বুদ্ধি আছে তাহার পক্ষে রাজত্বের আশা করা কখনই উচিত নহে। কেননা,—রাজ্যের জন্যই মহারাজ রামচন্দ্র বনে

সমুদ্র-দেবতা ব্রাহ্মণের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন-
এই চারিটি রত্ন দিতেছি, ধরুন।

গেলেন, বলি বাঁধা পড়িলেন, পাণ্ডবদিগকে কত কষ্ট ভুগিতে হইল, বৃষ্ণিদিগের বংশ নাশ পাইল, নলরাজের দুর্দ্দশার একশেষ হইল, সূর্য্যবংশীয় রাজা সৌদাস রাক্ষস হইলেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মরিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের কতই না বিড়ম্বনা ঘটিল! কাজেই রাজ্যের লোভ করিতে নাই। আমার মতে যাহা দ্বারা অর্থ পাওয়া যায় সেই রত্নটি লওয়াই উচিত। জগতে এমন কোন পদার্থই নাই—অর্থ দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না। কাজেই সর্ব্বপ্রযত্নে অর্থোপার্জ্জনই কর্ত্তব্য।'

ব্রাহ্মণী বলিলেন—'যে রত্ন দ্বারা খাদ্য বস্তু পাওয়া যায় সেই রত্ন লওয়াই উচিত। কারণ ভগবান, একমাত্র আহার দ্বারাই প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই অন্নই একমাত্র প্রার্থনীয়।'

পুত্রবধূ বলিল—'যে রত্ন দ্বারা অলঙ্কারাদি লাভ হয় সেই রত্ন লউন। পবিত্র বস্ত্র ও উত্তম ভূষণদ্বারা আয়ু, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য বাড়ে। আর উহা দ্বারা দেবতারাও সন্তুষ্ট হ'ন।'

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ কোন্ রত্ন যে লইবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—অগত্যা রাজাকে সকল কথা বলিলেন।

বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই চারিটি রত্নই ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ রত্ন লইয়া পরম আনন্দে ঘরে ফিরিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল ভোজরাজকে বলিল—"মহারাজ, উদারতা গুণ জন্ম হইতেই লোকের মধ্যে থাকে; উহা একটা উপাধি নহে। চাঁপা ফুলের সুগন্ধ, মুক্তা ফলের কান্তি, ইক্ষুদণ্ডের মধুরতা যেমন জন্মগত গুণ, উদারতাও তেমনই স্বভাবসিদ্ধ গুণ। আপনার যদি ঐরূপ গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পুতুল—ইন্দ্রসেনা

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠিতে উদ্যত হইলেন। তখন চতুর্থ পুতুল ভোজরাজকে কহিল—

"মহারাজ, শুনুন—

বিক্রমাদিত্যের শাসন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় ও সকল গুণে গুণবান হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না—কারণ তাঁহার ছেলে হইল না।

ব্রাহ্মণী একদিন স্বামীকে বলিলেন—'শাস্ত্রে লেখা আছে—পুত্রহীনের সদ্‌গতি নাই। পুত্র-মুখ দেখিলে মানুষ তাপস হয়, অতএব পুত্র-মুখ দেখা কর্ত্তব্য। চন্দ্র যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে, ধর্ম্ম যেমন ত্রিভুবন রক্ষা করে, সৎপুত্রও সেইরূপ বংশ উজ্জ্বল করে এবং বংশ রক্ষা করে।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, কিন্তু অভিলাষ যত্ন না করিলে খুব ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। গুরুর সেবা-শুশ্রূষা করিলে বিদ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনা ছাড়া সৎপুত্র পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে লেখা আছে—চিরকাল সুখভোগ করিতে চাহিলে, অবিশ্রাম যত্নের সহিত ভগবান ভবানীপতির ভজনা করিবে।'

ব্রাহ্মণী কহিলেন—'তবে সন্তানলাভের জন্য কোন প্রকার ব্রতই অবলম্বন করুন।'—

ব্রাহ্মণও তদনুসারে 'রুদ্রযাগ' নামে এক যজ্ঞ করিলেন।

সেই যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণ একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—স্বয়ং মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—'তুমি প্রদোষ-ব্রত কর, তবেই তোমার পুত্র হইবে।'

ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শাস্ত্রের বিধানমত প্রদোষ-ব্রত করিলেন। ব্রতের ফলে যথাকালে ব্রাহ্মণের একটি ছেলে হইল। তিনি দ্বাদশ দিনে নামকরণ করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন—দেবদত্ত। তারপর ছয়মাসে অন্নপ্রাশন এবং আট বছরে ছেলের উপনয়ন-কার্য্য করিলেন। বেদপাঠ শেষ হইলে পুত্রের বয়স যখন ষোল বছর হইল, তখন তাহার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন।

তীর্থে যাইবার সময় তিনি পুত্রকে বলিয়া গেলেন—'বাবা! যখন প্রাণ যায় তেমন দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখনও স্বধর্ম্ম ছাড়িও না; পরের সহিত বিবাদ করিও না; সকল প্রকার প্রাণীকে দয়া করিও; পরমেশ্বরকে ভক্তি করিও; পরস্ত্রীকে মায়ের মত দেখিও; বলবান ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিও না; গুণী লোকেরা যেরূপ বলেন সেইরূপ কাজ করিও; বিষয় অনুসারে কথা কহিও; নিজের যেরূপ অর্থ থাকে তদনুসারে ব্যয় করিও; সাধুর সঙ্গে বাস ও অসাধুর সঙ্গ ত্যাগ করিও।'

ব্রাহ্মণ, পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেবদত্ত, পিতার আদেশ পালন করিয়া সেই নগরে রহিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার কালে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। দেবদত্ত যজ্ঞের কাঠ কাটিবার জন্য ঐ বনেই গিয়াছিলেন—সহসা রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন। এই উপকারের জন্য বিক্রমাদিত্য খুব আদর-যত্ন করিয়া দেবদত্তকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার উপকারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজা একদিন আপনা আপনি বলিতেছিলেন—'মানুষ নারিকেল গাছ পুঁতিয়া একটু একটু করিয়া তাহার গোড়ায় জল দেয়। সেই সামান্য জলটুকু

পাইয়া গাছ বাঁচিয়া থাকে—বাড়ে। উহারা কথা বলিতে না পারিলেও সেই সামান্য জলটুকু দেওয়ার উপকারের কথা চিরজীবন মনে করিয়া রাখে এবং মাথায় ফলের বোঝা বহিয়া, অমৃতের তুল্য জল দানকরিয়া থাকে। যাঁহারা বাস্তবিক সাধু,—তাঁহারা কখনও পরের উপকারের কথা ভুলিয়া যা'ন না।'

দেবদত্ত বিক্রমাদিত্যের সেই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া, রাজা কতদূর কৃতজ্ঞ—তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একজন লোক দিয়া রাজপুত্রকে চুরি করিয়া নিজের বাড়ীতে আনিলেন—তারপর রাজপুত্রের কয়েকখানা অলঙ্কার চাকরের হাতে দিয়া বাজারে বেচিতে পাঠাইলেন!

এদিকে রাজার অন্তঃপুরে তো ভয়ঙ্কর হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। রাজপুত্রের সন্ধানের জন্য লোকজন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহারই একজন লোক বাজারে যাইয়া দেবদত্তের চাকরকে ধরিল—রাজপুত্রের গায়ের অলঙ্কারসহ বাঁধিয়া তাহাকে রাজার কাছে লইয়া আসিল।

বিক্রমাদিত্য দেবদত্তের চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কে? কোথায় এই অলঙ্কার পাইলি?'

সে বলিল—'আমি দেবদত্তের চাকর। দেবদত্ত বেচিবার জন্য এই অলঙ্কার আমাকে দিয়াছেন।'

রাজা দেবদত্তকে আনাইয়া, অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আমি অলঙ্কারের লোভে রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি। তাহারই কয়েকখানা বেচিতে পাঠাইয়াছিলাম। কর্ম্ম-বশেই আমার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ বিবেচনা হয় সেইরূপ শাস্তিই দিবেন।'

দেবদত্তের কথায় রাজসভায় নানা রকমের আলোচনা হইতে লাগিল।

কেহ বলিল—'শিশুহত্যা ও সোনাচুরি—এই দুই গুরুতর পাপের জন্য অপরাধীকে খেজুরের ডালের আঘাতে হত্যা করা উচিত।'

কেহ বা উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া শকুনির দ্বারা উহার মাংস খাওয়াইতে পরামর্শ দিল।

সকলের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'একে ইনি আমার আশ্রিত ও ব্রাহ্মণ, তাহার উপর আবার বন হইতে পথ দেখাইয়া আনিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। কাজেই আমি কোন মতেই দেবদত্তের কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। যে উপকারীর উপকার করে তাহার আর বিশেষ গুণের কথা কি? যে অপকারীর উপকার করিতে পারে—সে-ই যথার্থ সাধু। যাঁহারা মহৎ, আশ্রিত লোকের গুণ বা দোষের বিচার না করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই

'আমি অলঙ্কারের লোভে রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছি।...'

তাহাকে রক্ষা করেন। দেখ, চন্দ্র একটা জড়পিণ্ড, তাহার শরীর বাঁকান, আবার সে দিন দিন ক্ষয় পায়—তথাপি দেবদেব মহাদেব তাহাকে কপালেই রাখিয়াছেন।'

এই বলিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবদত্তকে অভয় দানকরিলেন এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

দেবদত্ত গৃহে যাইয়াই রাজপুত্রকে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে রাজার হস্তে প্রদান করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

কুমারকে দেখিয়া রাজার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি আবার বলিলেন—'যে উপকারীর উপকার ভুলিয়া যায়, সে যথার্থই পুরুষাধম।'"

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া পুতুলটি ভোজরাজকে বলিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার ও উদারতা গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পুতুল—হৃদতা

ভোজরাজ অন্য পুতুলের মাথায় পা দিতে উদ্যত হইলে সে বলিল—

"মহারাজ, শুনুন—

বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন একদিন এক রত্ন-বিক্রেতা আসিয়া রাজার হাতে একটি অতি মূল্যবান রত্ন দিল। রাজা, রত্ন-পরীক্ষকদিগকে ডাকাইয়া উহার মূল্যাদি স্থির করিতে আদেশ দিলেন।

রত্ন-পরীক্ষকেরা উহা পরীক্ষা করিয়া কহিল—'মহারাজ! ইহা অমূল্য; আমরা ইহার মূল্য স্থির করিতে পারিলাম না।'

রাজা এই কথা শুনিয়া প্রচুর ধন দান করিয়া রত্ন-বিক্রেতাকে বলিলেন—'তোমার নিকট এইরূপ রত্ন আর কয়টি আছে?'

রত্ন-বিক্রেতা বলিল—'মহারাজ! এইরূপ রত্ন আমার কাছে আরও দশটি আছে; কিন্তু সেগুলি আমার বাড়ীতে রহিয়াছে। মহারাজের প্রয়োজন হইলে মূল্য দিয়া তাহা কিনিতে পারেন।'

রাজার আদেশ অনুসারে রত্ন-পরীক্ষকেরা সেই সকল রত্নের এক একটির মূল্য ছয় কোটী সুবর্ণ স্থির করিল। রাজা দশটি রত্নের মূল্য হিসাব করিয়া রত্ন-বিক্রেতাকে দিলেন এবং রত্ন আনিবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোককে তাহার সহিত পাঠাইলেন। রাজা সেই লোককে বলিলেন—'যদি আট দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পার, তবে প্রচুর পুরস্কার দিব।'

নৌকার মাঝিকে বলিল—
'মাঝি! আমাকে পার করিয়া দাও।' পৃঃ ৩৪

রত্ন-বিক্রেতা রাজার লোক সঙ্গে করিয়া গৃহে গেল এবং রত্ন দশটি তাহার হাতে দিল। ঐ লোক রত্ন লইয়া হাঁটিয়া উজ্জয়িনীর দিকে চলিল। পথে একটি নদী ছিল, অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে, নদীর দুই তীর ডুবাইয়া জল-স্রোত চলিয়াছিল। রাজার লোকটি নদী পার হইতে পারিল না। তখন সে এক নৌকার মাঝিকে বলিল—'মাঝি! আমাকে পার করিয়া দাও।'

মাঝি বলিল—'না ভাই, আমি তোমাকে পার করিতে পারিব না। কেন না শাস্ত্রে লেখা আছে যে,—মহানদী পার হওয়া, মহাপুরুষের মূর্ত্তিলঙ্ঘন ও মহাজনের সহিত বিরোধ—কর্ত্তব্য নহে। রাজার আদর, বণিকের স্নেহ ও নদীর প্রবাহকে বিশ্বাস করিতে নাই। নদী, নখী, শৃঙ্গী, অস্ত্রধারী, স্ত্রীলোক ও রাজ-কুলকে বিশ্বাস করিবে না।'

রাজার লোক কহিল—'ভাই, তোমার কথা সত্য বটে। কিন্তু আমার অতি গুরুতর ঠেকা। অতএব আমাকে যাইতেই হইবে।'

নাবিক সমুদয় কথা শুনিয়া বলিল—'তুমি যদি আমাকে পাঁচটি রত্ন দাও, তবে আমি তোমাকে পার করিয়া দিতে পারি।'

নাবিককে পাঁচটি রত্ন দিয়া রাজার লোকটি নদী পার হইল। অবশিষ্ট রত্ন পাঁচটি রাজাকে দিয়া সে বলিল—'মহারাজ, আট দিনের মধ্যে আপনার নিকট পৌঁছিব, তাহা না হইলে মহারাজের বড়ই দুঃখ হইবে। তাই মাঝিকে পাঁচটি রত্ন দিয়া নদী পার হইয়া আসিয়াছি। শাস্ত্রানুসারে, রাজার আদেশ লঙ্ঘন, ব্রাহ্মণের সম্মানহানি—প্রাণবধের তুল্য।'

ভৃত্যের এইরূপ বিবেচনার পরিচয় পাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভৃত্যকে ঐ পাঁচটি রত্নই দান করিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দানশীলতা যদি আপনার থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা ভোজ এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পুতুল—অনঙ্গ-নয়না

পুনরায় অপর এক পুতুল ভোজরাজকে কহিল—"মহারাজ, শুনুন—

একদা বসন্তকালে উৎসব উপলক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অন্তঃপুরস্থ রমণীদিগকে লইয়া উপবনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে উপবনের বৃক্ষ সকলের মূলদেশ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, প্রাঙ্গণসকল চন্দ্রকান্ত-শিলাতে মণ্ডিত ও সুগন্ধ ধূপে আমোদিত করা হইয়াছিল। রমণীরাও বিবিধ বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া গিয়াছিলেন; সকলে সেই রমণীয় উপবনে বহুক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়া চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

চণ্ডিকাদেবীর সেবাইত রাজার ঐশ্বর্য্য ও সুখভোগ দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন; বিষয়-ভোগে একান্ত অভিলাষী হইয়া রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমি দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর সেবায় নিযুক্ত আছি। এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মহারাজ ব্যতীত আমার মনোরথ পূর্ণ হইবার উপায় নাই।'

রাজা ব্রাহ্মণের অভিলাষ অবগত হইয়া—এক নগর স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সেই নগর ও তাহার সহিত পঞ্চাশটি হাতী, পাঁচশত ঘোড়া, চারি হাজার পদাতিক সৈন্য ও একশত সুন্দরী রমণী দান করিলেন; নূতন নগরের নাম রাখিলেন—চণ্ডিকাপুর। ব্রাহ্মণ একান্তমনে বিক্রমাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।"

গল্প শেষ করিয়া পুতুল ভোজরাজকে কহিল—"মহারাজ, এইরূপ উদারতা যদি আপনাতে থাকে, তবে আপনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ নীরব হইয়া রহিলেন।

সপ্তম পুতুল—কুরঙ্গ-নয়না

পুনরায় আর এক পুতুল ভোজরাজের কাছে, বিক্রমাদিত্যের কথা কহিতে লাগিল—

"বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে সকলেই অতিশয় সুখী হইল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে একটিও অসাধু লোক রহিল না। সকল লোক সদাচারযুক্ত, ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, স্বধর্ম্ম-পালনে আসক্ত ও ষট্‌কর্ম্মে নিরত হইলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের লোকই সিদ্ধি ও যশোলাভের জন্য অভিলাষী ও পরোপকারে ইচ্ছুক হইলেন। সকলেই মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, লোভের প্রতি দ্বেষ, পরের কুৎসায় অনাদর, জীবের প্রতি দয়া করিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিল। শরীরের প্রতি কাহারও আর অতিশয় মমতা রহিল না; কোন্ বস্তু চির-স্থায়ী, কোন্ বস্তু বা অস্থায়ী, সকলে তাহার বিচার করিতে লাগিল। তাহারা পরলোকে বিশ্বাসী, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপালনে দৃঢ়চিত্ত ও উদার-হৃদয় হইল। বস্তুতঃ সকলেই পবিত্রচিত্ত ও সুখী হইল।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক ছিল। তাহার এত অর্থ ছিল যে, কেহই তাহার পরিমাণ করিতে পারিত না। যে যাহা চাহিত—বণিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই দ্রব্য দিত। এইরূপ অপরিমিত অর্থের অধিকারী হইলেও, বিক্রমাদিত্যের শাসনগুণে বণিকের মনে ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি অরুচি জন্মিল। সে স্থির করিল যে—'পৃথিবীর ন্যায় তাহার সমুদয় বস্তুই অসার এবং ক্ষণস্থায়ী; কর্ম্ম-বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের উপাসনাই একমাত্র কর্ত্তব্য; কেন না ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু, সকল স্থায়ি-সুখের মূল; ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গ, মুক্তি প্রভৃতি সকল সুখ

লাভ হয়। ধর্ম্মের জন্য সৎপাত্রে দান করাই উচিত। মেঘের জলবিন্দু ঝিনুকে পড়িলে যেমন তাহা মুক্তা হয়, সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তদ্দ্বারা সুফল ফলে। ক্ষুদ্র বটবীজ উর্ব্বর ভূমিতে পুঁতিলে যেমন অচিরে বিশাল বটগাছ জন্মে, সুপাত্রে দান করিলেও তদ্দ্বারা বিপুল কার্য্যই সম্পন্ন হয়।'

বণিকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হওয়াতে সে ক্রমে ক্রমে গো-দান, কন্যা-দান, বিদ্যা, ভূমি, জল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দান করিয়া ভগবান বাসুদেবকে দেখিবার জন্য দ্বারকায় যাত্রা করিল। পথে যাহার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই প্রচুর

দেবীর বামদিকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক··· মস্তক ছিন্ন। পৃঃ ৩৮

দান করিল, তাহাদের সহিত কত ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিল। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া বণিক সমুদ্রের মধ্যে একটি পর্ব্বত ও পর্ব্বতের উপর মন্দির দেখিতে পাইল। ঐ মন্দিরে গমন করিয়া সে দেখিল, তথায় ভুবনেশ্বরীর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বণিক ভুবনেশ্বরীর পূজা প্রণামাদি শেষ করিয়া

দেখিল, দেবীর বামদিকে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে —উহাদের মস্তক ছিন্ন। নিকটেই মন্দিরের দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে—'কোন পরোপকারী মহাত্মা নিজের মাথা কাটিয়া মায়ের পূজা করিলে এই স্ত্রীপুরুষের কাটা মাথা যোড়া লাগিবে এবং ইহারা বাঁচিয়া উঠিবে।'

বণিক তথা হইতে ফিরিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে গেল; পরে দান-পূজাদি শেষ করিয়া প্রসাদসহ দেশে ফিরিয়া আসিল। বন্ধুবান্ধবদিগকে দেবতার প্রসাদ দিয়া সন্তুষ্ট করিল। তারপর একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী লইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কেন না, শাস্ত্রানুসারে—রাজা, দেবতা, গুরু, সাধু-সন্ন্যাসী, প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয় মিত্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—এই সকলের সহিত দেখা হইলে তাহাদিগকে কোন না কোন বস্তু দিতে হয়।

বণিক, শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া রাজার হস্তে ভগবানের প্রসাদ ও ভেট দান করিল। রাজা তাহাকে তীর্থযাত্রার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তীর্থযাত্রা সময়ে কোথাও কোন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছে কি না—তাহা জানিতে চাহিলেন। বণিক ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের বৃত্তান্ত বলিল।

রাজা সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বণিকের সহিত তখনই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভুবনেশ্বরীর পূজা, জপ প্রভৃতি করিয়া রাজা নিজের কণ্ঠে খড়্গ তুলিলেন। অমনি মরার মাথা দুইটি আসিয়া যোড়া লাগিল, মরা দুইটি বাঁচিয়া উঠিল!!

দেবী, রাজাকে বর দিতে চাহিলেন।

রাজার প্রার্থনায় দেবী সেই পুনর্জীবিত দম্পতিকে রাজ্য দান করিলেন। বিক্রমাদিত্য বণিকসহ দেশে ফিরিলেন।"

এইরূপে কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনার যদি এইরূপ পরোপকার করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

অষ্টম পুতুল—লাবণ্যবতী
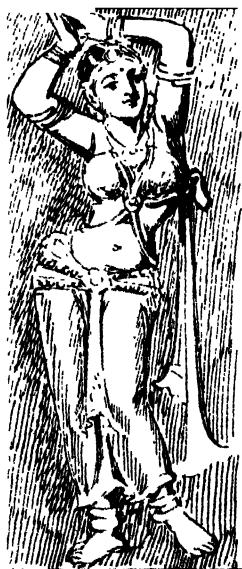
পুনরায় আর এক পুতুল বলিতে লাগিল—

"রাজা বিক্রমাদিত্য চর নিযুক্ত করিয়া পৃথিবীর তাবৎ প্রসিদ্ধ, মনোহর ও চমৎকারজনক সমুদয় বৃত্তান্ত তাহাদের মুখে শুনিতেন। বাস্তবিক—গো সকল গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্রদ্বারা, রাজারা গুপ্তচরের মুখে এবং সাধারণ লোকেরা চক্ষুদ্বারা সকল দর্শন করে।

ভোজরাজ, রাজার পক্ষে প্রজার সমুদয় বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। প্রজাগণের চিত্ত বুঝিয়া তাহাদের পালন, দুষ্টলোকের শাসন, ন্যায়ানুসারে অর্থের উপার্জ্জন, পক্ষপাত না করিয়া প্রার্থীদিগকে দান—ইহাই রাজার পক্ষে মহাযজ্ঞ। যাহাতে একটি প্রজারও অশ্রুপাত না হয়, সেইরূপভাবে শাসন-পালনই রাজার পক্ষে দেবপূজা, জপ, যজ্ঞ ও হোম। প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে রাজার দৈবকার্য্য এবং শত্রুজয় করিবার আবশ্যক কি?

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে তাঁহার একজন চর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া রাজাকে কহিল—'মহারাজ, কাশ্মীর-দেশে এক বণিক আছে। তাহার ধনসম্পদের অবধি নাই। সেই বণিক একটি সরোবর খনন করাইয়াছে—তাহা পাঁচক্রোশ বিস্তৃত! সেই সরোবরের মধ্যে সে লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; কিন্তু সরোবরে জল

উঠিতেছে না। বণিক, সরোবরে জল হইবার জন্য ব্রাহ্মণদ্বারা নারায়ণের পূজা, হোম, অভিষেক প্রভৃতি বহু দৈবক্রিয়া করিলেও উহাতে একবিন্দু জল হয় নাই। বণিক তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই সরোবর-তীরে বসিয়া—কি করিলে যে উহাতে জল উঠিবে তাহাই ভাবিতেছিল। একদিন দৈববাণী হইল—যদি বত্রিশলক্ষণযুক্ত ব্যক্তির গলা কাটিয়া দীঘিতে রক্ত দিতে পার, তবেই উহাতে জল উঠিবে।

বণিক সেই দৈববাণী শুনিয়াই দীঘির পাড়ে মহা সমারোহে অন্ন-সত্র আরম্ভ করিয়াছে। সেই সত্রে কত দেশের কত লোক যাইয়া ভোজন করিতেছে। বণিকের লোকেরা সেই সকল আগন্তুক লোকের নিকট বলিতেছে—যে নিজের গলা কাটিয়া এই সরোবরে রক্ত দিতে পারিবে, তাহাকে একশত ভার স্বর্ণ দেওয়া হইবে।—কিন্তু কেহই আপন গলা কাটিয়া উহাতে রক্ত দিতে স্বীকার পায় নাই।'

বিক্রমাদিত্য সেই কথা শুনিয়া তথায় গেলেন। সেই সরোবর ও তাহাতে নির্ম্মিত দেবমন্দির দেখিয়া রাজার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি উহা দেখিয়াই মনে মনে ভাবিলেন—'এই সরোবরে জল হইলে কত লোকের যে উপকার হইবে তাহার আর সীমা নাই। আমি নিজের গলা কাটিয়া সেই উপকার করিব। আজ হউক বা শত বৎসর পরে হউক, সকলেরই ত মৃত্যু হইবে, কেহই চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। এমন অনিত্য শরীর রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা—বরং তাহাদ্বারা শতসহস্র লোকের উপকার করাই শ্রেয়।'

এই ভাবিয়া বিক্রমাদিত্য সরোবর-মধ্যে নির্ম্মিত মন্দিরে যাইয়া জল-দেবতাকে পূজা করিলেন—তারপর আপনার কণ্ঠে খড়্গদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি জল-দেবতা আবির্ভূত হইয়া ঐ খড়্গ ধারণ করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন—'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি—বর লও।'

রাজা বলিলেন—'এই সরোবর জলপূর্ণ হউক, এই বর দি'ন।'

দেবতা কহিলেন—'তুমি শীঘ্র এই সরোবরের তীরে যাও।'

দেবতার কথা শুনিয়া রাজা তাড়াতাড়ি সরোবরের তীরে যাইয়া

রাজা তাড়াতাড়ি সরোবরের তীরে যাইয়া উঠিলেন, অমনি
নিমেষমধ্যে সরোবর জলে পূর্ণ হইয়া গেল।

উঠিলেন, অমনি নিমেষমধ্যে সরোবর জলে পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।”

গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—“ভোজরাজ, আপনার যদি এইরূপ পরোপকার গুণ থাকে—তবে এই সিংহাসনে বসুন।”

পুতুলের কথা শুনিয়া ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

নবম পুতুল—কামকলিকা

পুনরায় অন্য এক পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে পর ভট্টি তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেনাপতি এবং ত্রিবিক্রম পুরোহিত হইলেন। পুরোহিত ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম কমলাকর। পিতা, রাজার বাড়ীর পুরোহিত—কত ভাল ভাল খাবার দ্রব্য, কত বা কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার-পত্র আনিতেন—আর পুত্র কমলাকর খাইয়া পরিয়া, বাবুগিরি করিয়া সুখে দিন কাটাইত।

পুত্রের এই ভাব দেখিয়া ত্রিবিক্রম একদিন তাহাকে কহিলেন—'দেখ্, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াও তুই এমনই-ভাবে দিন কাটাইতেছিস্ কেন? বহুজন্মের পর তবে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম পাওয়া যায়। অতিশয় পুণ্যকর্ম্ম না করিলে কেহই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মে না। তুই সেই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াও এমন নীচস্বভাব হইলি? দিনরাত কেবল বাহিরে বাহিরে বেড়াস্ আর খাইবার কালে ঘরে ফিরিস্? ইহা বড়ই অন্যায়। এই বয়সেই তো বিদ্যা শিখিতে হয়। যদি এখন লেখাপড়া না শিখিস্, তবে শেষে দুঃখের আর অবধি থাকিবে না। শাস্ত্রে বলে—

বাল্যকালে যে না করে বিদ্যা উপার্জ্জন,
কুসঙ্গে, কুকর্ম্মে যাপে আপন যৌবন ;
বৃদ্ধকালে সে-ই ভোগে দুঃখ শত শত—
শীতকালে নগ্নদেহ মানুষের মত ॥

নাহি যার বিদ্যা-তপঃ, দান যে না করে,
চরিত্র, সুগুণ, ধর্ম্ম না আছে যাহারে,
এজগতে সে-ই হয় পৃথিবীর ভার,
নর-রূপী পশু সে যে জগত-মাঝার ॥

সংসারে পুরুষের পক্ষে বিদ্যার তুল্য উত্তম ভূষণ আর নাই।

সুকুমার রূপ বিদ্যা মানবের দেহে,
প্রচ্ছন্ন সুগুপ্ত ধন মানবের গেহে।
বিদ্যা করে ভোগ, যশ, সুখ সংঘটন,
গুরু হ'তে গুরু বিদ্যা, বিদ্যা মহাধন ॥
বিদেশেতে বিদ্যা মহা বন্ধু-কাজ করে,
পরম দেবতা বিদ্যা মানবের ঘরে।
অর্থ চেয়ে পূজে বিদ্যা নৃপতিসকল,
বিদ্যা-হীন নর ভবে পশুই কেবল ॥
উচ্চবংশে জনমিলে কিবা ফল তায় ?
গুণহীন জন কভু সম্মান না পায়।
নীচবংশে জনমিও বিদ্যাবান্ হ'লে,
সম্মান করেন তা'রে দেবতাসকলে ॥

কমলাকর, আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, সেই সময় মধ্যে তুমি প্রাণপণে বিদ্যা শিক্ষা কর ; বিদ্যাই তোমার বন্ধুর কাজ করিবে। দেখ—

মাতৃবৎ পালে বিদ্যা, পিতৃতুল্য হিতে করে রত,
দূর করি দুঃখ-ক্লেশ সুখী করে গৃহিণীর মত।
চারিদিকে ঘোষে কীর্ত্তি, ধনৈশ্বর্য্য করে সে প্রদান,
কল্প-লতা-তুল্য বিদ্যা, কি না করে হিত সমাধান ?—'

কমলাকর পিতার এইরূপ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল এবং বিদ্যা-

শিক্ষার জন্য কাশ্মীরদেশে চলিয়া গেল। সেখানে চন্দ্রমৌলি ভট্ট নামক একজন অধ্যাপকের নিকট সে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল এবং দিবারাত্র গুরুর শুশ্রূষায় রত রহিল।

বহুকাল গুরুর শুশ্রূষা করায় কমলাকরের প্রতি গুরুর বিশেষ দয়া হইল। তিনি কমলাকরকে 'সিদ্ধ-সারস্বত' মন্ত্র দিলেন। তদ্দ্বারা কমলাকর সর্ব্বজ্ঞ হইল, তারপর গুরুর অনুমতি লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

ঘরে ফিরিবার পথেই কাঞ্চীনগর। কমলাকর সেখানে বেড়াইতে গেল। কাঞ্চীদেশের রাজার নাম নর-সেন। তথায় নর-মোহিনী নামে এক স্ত্রীলোক আছে—তেমন রূপবতী ত্রিভুবনে আর একটিও নাই। তাহাকে দেখিলেই মানুষ পাগল হয়, আর তাহার বাড়ীতে গেলেই রাক্ষসে সেই লোককে মারিয়া ফেলে।

এই কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া কমলাকর দেশে ফিরিল। বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া কমলাকরের মাতা-পিতার আনন্দের আর সীমা রহিল না। পরদিন সে পিতার সহিত রাজবাড়ীতে গেল—রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের বিদ্যার পরিচয় দিল। রাজাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কমলাকরকে বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

অবশেষে সে বিদেশে কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছে—রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলাকর কাঞ্চীনগরের নর-মোহিনীর বৃত্তান্ত বলিল। বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ কমলাকরকে সঙ্গে করিয়া কাঞ্চীনগরে গেলেন। নর-মোহিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহার গৃহে অতিথি হইলেন।

নর-মোহিনী পরমসমাদরে রাজার অভ্যর্থনা করিল—খাওয়াইবার জন্য যত্ন করিল, কিন্তু রাজা কিছুই খাইলেন না। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, রাজা চুপি চুপি নর-মোহিনীর ঘরে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন।

রাত্রি গভীর হইলে রাক্ষস সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে দপ্ দপ্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দিনের মত আলো হইয়াছিল। তথায়

আর কোন লোক আছে কি না রাক্ষস বিশেষভাবে তাহা দেখিয়া ঘর হইতে যেমন বাহির হইবে, অমনি বিক্রমাদিত্য রাক্ষসকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসটা মরিবার সময়ে বড়ই কাতর চীৎকার করিল। সেই গোলযোগে নর-মোহিনীর ঘুম ভাঙ্গিল। সে, রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানাইল—রাজা যাহা আদেশ করিবেন তাহাই প্রাণপণে করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

রাজা বলিলেন—'তুমি কমলাকরকে বিবাহ কর, তবেই আমি খুব সুখী হইব।' নর-মোহিনী তাহাই করিল। রাজা দেশে ফিরিলেন।"

গল্প শেষে পুতুল কহিল—"কেমন ভোজরাজ, আপনার কি এইরূপ ধৈর্য্য আছে? যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

দশম পুতুল—চণ্ডিকা

পুনরায় অপর এক পুতুল বলিল—

"মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে এক যোগী উজ্জয়িনী নগরে আসিলেন। তিনি সকল বিদ্যায় পটু—তাঁহার তুল্য বিদ্বান্ ব্যক্তি আর কেহই ছিল না।

রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ যোগীর কথা শুনিয়াই তাঁহাকে আনাইবার জন্য পুরোহিতকে পাঠাইলেন। পুরোহিতের মুখে রাজার প্রার্থনা শুনিয়া যোগী তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ীতে গেলেন; তথায় যাইয়া রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, আপনি যদি একটি মন্ত্র সাধন করেন—তবে কোনকালে বৃদ্ধও হইবেন না, আর আপনার মৃত্যুও হইবে না।'

যোগীর কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'বেশ ত, আপনি আমাকে সেই মন্ত্র শিখাইয়া দি'ন।'

যোগী রাজাকে মন্ত্র শিখাইয়া বলিলেন—'ব্রহ্মচারী হইয়া আপনি এই মন্ত্র প্রতিদিন জপ করিবেন এবং দূর্ব্বা দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবেন। এইরূপ এক বৎসরকাল করিয়া পূর্ণাহুতি দিলে—যজ্ঞের কুণ্ড হইতে এক পুরুষ উত্থিত হইয়া আপনাকে একটি ফল দিবেন—তাহা ভক্ষণ করিলেই আপনি অমর হইবেন।'

রাজা যোগীর কথানুসারে এক বৎসর কাজ করিলে—পূর্ণাহুতির সময় যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক পুরুষ ফল হস্তে উঠিয়া রাজাকে সেই ফল দিলেন। রাজা সেই ফল লইয়া পরমানন্দে রাজপুরীতে যাইতে লাগিলেন।

কুষ্ঠরোগে শুষ্কশরীর এক ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—'মহারাজ, রাজাই প্রজার মা-বাপ। শাস্ত্রে বলে—

অবন্ধুর বন্ধু রাজা, অন্ধের নয়ন,
মাতা, পিতা, গুরু আর বিপদ-বারণ ॥

মহারাজ, আপনি জগতের সকলের দুঃখ দূর করেন, অতএব আমার দুঃখও দূর করিয়া দি'ন। ব্যাধিতে আমার শরীর নষ্ট করিতেছে, ধর্ম্ম লোপ পাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আমার ব্যাধি দূর করুন।'

বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের কাতর-বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ ফল দান করিলেন। ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজগৃহে গেলেন। রাজাও নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন মহারাজ, আপনার এরূপ ধৈর্য্য ও দানশক্তি আছে ত?—তাহা হইলে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা ভোজ নির্ব্বাক্ রহিলেন।

একাদশ পুতুল—বিদ্যাধরী

পুনরায় আর এক পুতুল কহিতে লাগিল—"শুনুন মহারাজ !—

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে রাজ্যে খল এবং চোরেরাও কুকর্ম্ম ত্যাগ করিল। যে রাজাকে কেবলই রাজ্য শাসন-পালনের চিন্তা এবং প্রবল শত্রুদমনের ভাবনা ভাবিতে হয়, তাহার চোখে ঘুম থাকে না। শাস্ত্রে বলে—

নির্ধনের কেহ পিতা কেহ বন্ধু নয়,
কুকর্ম্মকারীর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
সুখ-নিদ্রা নাহি থাকে চিন্তিত জনের,
বল আর তেজ লোপ পায় ক্ষুধিতের ॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের ইহার কিছুই ছিল না। তিনি সমুদয় অধীন রাজার প্রতি রাজ্যের ভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কথিত আছে—'রাজত্বের ফল আদেশ-দান, তপস্যার ফল ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যার ফল জ্ঞান আর ধনের ফল দান ও ভোগ।'

একসময় রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদিগের উপর রাজত্বের ভার দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। যেস্থান ভাল লাগিত তিনি তথায়ই কয়েক দিন থাকিতেন, যেখানে কোন কিছু অদ্ভুত দেখিতে পাইতেন সেখানেও কিছুকাল থাকিতেন। এইরূপ বেড়াইবার সময়ে একদিন পথে এক বনের মধ্যে রাত্রি হইল ; তিনি এক গাছের গোড়ায় আশ্রয় লইলেন।

ঐ গাছের শাখায় এক বৃদ্ধ পক্ষিরাজ বাস করিত—তাহার নাম চিরঞ্জীব।

উহার পুত্র-পৌত্রেরা দূরদূরান্তরে যাইয়া নানা ফলে পেট ভরিত এবং প্রত্যেকে এক একটি ফল আনিয়া বৃদ্ধকে দিত। বৃদ্ধ তাহা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিত। বস্তুতঃ মনু বলিয়াছেন—

'বৃদ্ধ মাতাপিতা, আর পতিপ্রাণা পত্নী এবং শিশু সন্তান ;—শত অপকার্য্য করিয়াও প্রাণপণে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে।'

সন্ধ্যাকালে সকল পক্ষী বাসায় ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধ চিরঞ্জীব সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—তাহারা কে কোথায় কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ। পক্ষীদের মধ্যে একটি বলিল—'যদিও আমি আজ কোন কিছু অদ্ভুত দেখি নাই, তবু আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—'কেন দুঃখ জন্মিয়াছে ?'

পক্ষী বলিতে লাগিল—'উত্তর দেশে শৈবালঘোষ নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম পলাশ-নগর। সেই পর্ব্বতে এক রাক্ষস থাকে, সে প্রতিদিন নগরে যাইয়া প্রথম যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই ভক্ষণ করে। নগরের লোকেরা তাহাতে ব্যস্ত হইয়া রাক্ষসের সহিত এই নিয়ম করিয়াছে যে, তাহারা প্রতিদিন রাক্ষসকে এক একটি লোক খাইতে দিবে।

সেই নিয়ম অনুসারে বহুদিন গিয়াছে। আজ যে লোকটিকে রাক্ষসের ভোজন দিতে হইবে, সে ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বজন্মের মিত্র। তাহার একটি মাত্র পুত্র। পুত্রটি রাক্ষসকে দিলে বংশ নাশ পায়, নিজে গেলেও পত্নী বিধবা হয় ; আবার পত্নীকে দিলেও গৃহস্থাশ্রম নাশ পায়। সেই সকল দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইয়াছে।'

আর আর পক্ষীরা সেই কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত কহিল—'তুমিই যথার্থ মিত্র। কেননা তুমি বন্ধুর দুঃখে দুঃখী হইয়াছ। কথিত আছে, চন্দ্রের উদয় হইলে সাগর আহ্লাদে ফুলিয়া উঠে, আবার চন্দ্র অস্ত গেলে সাগর নিরানন্দে শুষ্ক হইয়া থাকে। যে বন্ধু ঐরূপ বন্ধুর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয় সে-ই যথার্থ মিত্র।'

বিক্রমাদিত্য বৃক্ষমূলে বসিয়া পক্ষীদিগের সেই সকল কথা শুনিলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তখনই

রাজা বলিলেন—'তোমার সে সকল পরিচয়ে কোন দরকার নাই।'

পলাশ-নগরে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি বিপন্ন ব্রাহ্মণকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিলেন এবং স্বয়ং যাইয়া বধ্য-শিলার উপর বসিয়া রহিলেন।

ঠিক সময়ে রাক্ষস আসিল। বধ্য-শিলার উপর যে বসিয়াছিল তাহার

হাস্যভরা মুখ ও নিরুদ্বিগ্নভাব দেখিয়া রাক্ষসের মনে বড়ই বিস্ময় জন্মিল। সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়, যাহারা এই শিলায় বসে, তাহারা আমার আসিবার আগেই মরিয়া যায়; কিন্তু আপনি হাসিতেছেন। মরিবেন বলিয়া কোন ভয় কিংবা ভাবনা আপনার নাই—বরং বিশেষ স্ফূর্ত্তিতেই বসিয়া আছেন। আপনি কে?'

রাজা বলিলেন—'তোমার সে সকল পরিচয়ের কোন দরকার নাই। আমি পরের জন্য দেহ দিতে আসিয়াছি—তুমি নিজের জন্য পরকে খাইতে আসিয়াছ। কাজেই তোমার যাহা কাজ তাহা করিয়া যাও।'

রাজার কথা শুনিয়া রাক্ষস মনে মনে ভাবিতে লাগিল—'এই ব্যক্তিই সাধু। কেন না এ পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে, নিজদেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কথিত আছে—

সকল প্রাণীর সুখ করিয়া কামনা
ত্যজিবে সাধুরা সুখ-দুঃখের বাসনা ॥'

এই সব কথা ভাবিয়া রাক্ষস রাজাকে বলিল—'মহারাজ, আপনি পরের জন্য দেহ দান করিতেছেন, আপনার এই দেহই শ্লাঘ্য! কেন না—

আপন উদর ভরি পশুরাও ধরে দেহ-ভার।
পরার্থে যে দেয় প্রাণ শ্লাঘনীয় ধন্য দেহ তার ॥

অবশ্য আপনার ন্যায় পরোপকার-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে পরের জন্য প্রাণ-ত্যাগ বিচিত্র নহে। দেখুন—

সাধুরা যে পর লাগি ত্যজে দেহ-ভার
সে কাজে বৈচিত্র্য বল কি বা আছে আর?
সুগন্ধ শীতল দেহ করিতে আপন,
নিজদেহ নাহি ধরে কদাপি চন্দন ॥

মহারাজ! এই সৎকার্য্যের দ্বারা আপনি সকল প্রকার সম্পদ লাভ করিবেন।

জগতের কল্যাণের জন্যই আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম। যাহা হউক—আমি আপনার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি—আপনি বর নিন্।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'আর মানুষ খাইবে না—আমাকে এই বর দাও। আর মনে রাখিও, মরিবার ভয়ের মত ভয় আর নাই, মরণের তুল্য কষ্টও আর নাই। সেই ভয় ও কষ্টের কথা কেহ অনুমান করিতে পারে না। তোমার প্রাণ তোমার কাছে কতই প্রিয়, তুমিও শতসহস্র প্রকারে উহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। প্রত্যেকের পক্ষেই নিজ নিজ প্রাণ ঐরূপ প্রিয়। কাজেই তুমি কখনও কাহারও প্রাণ নষ্ট করিও না।'

রাক্ষস রাজার কথায় রাজি হইল। বিক্রমাদিত্য নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি ও দয়াদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পুতুল—প্রজ্ঞাবতী

পুনরায় আর এক পুতুল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শ্রবণ করুন ঃ—

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীতে এক ধনী বণিক বাস করিত ; তাহার নাম ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের এত ধনসম্পদ ছিল যে, কেহ তাহার সংখ্যাই করিতে পারিত না। অত সম্পত্তি থাকিতেও সে একটি পয়সা ব্যয় করিত না।

উপযুক্ত বয়সে ভদ্রসেনের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র পুরন্দর পিতার বিপুল সম্পত্তি পাইয়া দুই হাতে তাহা দান করিতে আরম্ভ করিল।

পুরন্দরের এক প্রাণাধিক বন্ধু ছিল—তাহার নাম ধনদ। একদিন ধনদ পুরন্দরকে কহিল—'বন্ধো, তুমি বণিকের পুত্র ; ধন সঞ্চয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উহা অজস্র দান করিতেছ। বণিক-পুত্রের পক্ষে ইহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপৎকালের জন্য ধন সঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলে—

আপদে তরিতে অর্থ করিবে রক্ষণ,
পত্নীরে রক্ষিবে ব্যয় করি সব ধন।
আত্মরক্ষাহেতু যদি হয় প্রয়োজন,
অকাতরে পত্নী অর্থ দিবে বিসর্জ্জন॥'

পুরন্দর কহিল—'ধনদ! সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কোন না কোন সময়ে আপৎকালে উপকার হয় বলিয়া যাহারা বলে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধি নাই।

আপদ্ যখন আসিবে, তখন যে উপার্জ্জিত ধনও বিনষ্ট হইবে! কাজেই বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোক, কিংবা যাহা হইবে তাহার জন্য চিন্তা করা অনুচিত। বরং যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহারই বিষয় ভাবা উচিত। কেন না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই—আর যাহা যাইবার তাহা যাইবেই। দেখ—

অদৃষ্টের লেখা যাহা ঘটিবে নিশ্চয়,
নারিকেল ফলে যথা জলের উদয়।
যাইবার যাহা তারে কে রোধিতে পারে?
করি-ভুক্ত বিল্ব যথা শূন্য-গর্ভে পড়ে।
হইবার নহে যাহা কভু না হইবে,
ঘটিবার যাহা বিনা যত্নেই ঘটিবে।
অদৃষ্টে না থাকে যার, জানিবে নিশ্চয়
হস্তগত ধনও তা'র হয়ে যায় ক্ষয়॥'

পুরন্দরের এই কথা শুনিয়া ধনদ নিরুত্তর হইল। পুরন্দরও পিতার আমলের যাহা কিছু ছিল সমুদয় খরচ করিয়া ফেলিল। শেষে তাহাকে একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িতে হইল। পুরন্দরকে নিতান্ত নির্ধন দেখিয়া তাহার বন্ধু কিংবা মিত্রেরা আর তাহাকে কোন প্রকারেই গ্রাহ্য করিল না—অধিকন্তু তাহার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ করিল।

তখন পুরন্দরের মনে হইল—'যতদিন আমার টাকাকড়ি ছিল—ততদিন আর আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কোন অভাব ছিল না। সকলেই গায়ে পড়িয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে—আলাপ করিতে আসিত। এক্ষণে আমি নির্ধন হওয়াতে সেই সকল লোকই আমার সহিত আলাপ করিতে ঘৃণা বোধ করে। বস্তুতঃ ধনবানেরই মিত্র, বন্ধু প্রভৃতি থাকে—সে-ই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়!

আবার ধনী লোক যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা

আর আগের মত তাহার সহিত ব্যবহার করে না। পরিজনেরা দায়ে ঠেকিয়া নামেমাত্র আশ্রয় দেয়—কিন্তু সর্ব্বদা বিরস থাকে; সুহৃদেরা চঞ্চল হইয়া উঠে। বেশী কথা কি—পত্নীও তখন কথায় কথায় বিবাদ করিতে থাকে। শাস্ত্রে বলে—

আছে যার ধনরাশি কুলীন সে জন,
পণ্ডিত, বেদজ্ঞ, গুণী, বক্তা তিনি হ'ন।
সুরূপ বলিয়া তা'রে জানিও নিশ্চিত,
সমুদয় গুণ হয় স্বর্ণের আশ্রিত।
কাননে লাগিলে অগ্নি বন্ধু হয় বায়ু,
সে-ই পুনঃ দীপাগ্নির হরে নেয় আয়ু।
ধনহীন হ'লে তা'রে কেহ না আদরে,
ইহাই পরম-নীতি সংসার মাঝারে॥

কাজেই দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা মরণই ভাল!—হে দারিদ্র্য, তোমারে নমস্কার। আমি তোমার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। কেন না, এক্ষণে দরিদ্র বলিয়া কেহই আমাকে বিশ্বাসের সহিত দেখে না।'

পুরন্দরের মনে এইরূপ কতশত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সে তখন দেশ ত্যাগ করিয়া চলিল—যাইতে যাইতে হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে। পুরন্দর এক গৃহস্থের বাড়ীর বারান্দায় শুইয়া রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিল।

গভীর রাত্রি। পথশ্রমে ক্লান্ত পুরন্দর ঘুমে অচেতন। সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে শুনিতে পাইল নিকটবর্ত্তী বনের মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'রক্ষা কর—রক্ষা কর—রাক্ষসে আমাকে বধ করিতেছে!'

প্রভাতে পুরন্দর নগরবাসীদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—'প্রতিরাত্রেই বনমধ্য হইতে ঐরূপ চীৎকার শুনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেহ তথায় যায় না—কিংবা সন্ধান করে না—কে কি জন্য চীৎকার করে।'

দেখিলেন, একটা বিরাট রাক্ষস এক অসহায় স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে

পুরন্দর উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া যাইয়া মহারাজের নিকট সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিল। বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ পুরন্দর-সহ সেই নগরে গেলেন।

রাত্রিকালে যেমন বন-মধ্যে স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনা গেল, অমনি বিক্রমাদিত্য বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একটা বিরাট রাক্ষস এক অসহায় স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছে। রাজা সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিলেন।

স্ত্রীলোকটির বহু অর্থপূর্ণ একটি কলসী ছিল। সে রাজাকে কলসী-সহ ধন দান ও নিজে তাঁহার দাসীত্ব স্বীকার করিল।

বিক্রমাদিত্য ঐ সমুদয় ধন ও রমণী পুরন্দরকে দান করিলেন। পরে পুরন্দর-সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।”

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া পুতুল বলিল—“মহারাজ, আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও উদারতা থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বসুন।”

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পুতুল—জনমোহিনী

পুনরায় অন্য পুতুল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শুনুন :—

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীদিগের উপর রাজত্ব-ভার দিয়া, যোগীর বেশে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বেড়াইতে যাইবার সময় তিনি পথে গ্রাম পাইলে সেখানে একদিন ও নগর পাইলে সেখানে পাঁচদিন বাস করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন তিনি এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের পাশেই নদী—তীরে একটি দেবালয়। দেবালয়ে প্রতিদিন পুরাণপাঠ হয়, সকলে সেখানে যাইয়া পুরাণপাঠ শ্রবণ করে। বিক্রমাদিত্যও যাইয়া সকলের সহিত পুরাণ শ্রবণ করিতে বসিলেন। কথকঠাকুর তখন বলিতে লাগিলেন—

'চিরস্থায়ী নহে ভবে মানব-জীবন,
চিরদিন স্থায়ী কভু নাহি রহে ধন।
মরণ শিয়রে জানি সদা সন্নিহিত,
ধর্ম্মকর্ম্ম আচরিবে হয়ে অবহিত॥
সকল ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ,
কোটী কোটী শাস্ত্রে যার আছয়ে বণন।
পর উপকার হয় পুণ্যের কারণ,
একমাত্র পাপ হয় পরনিপীড়ন॥

জীবের দুঃখেতে দুঃখী সুখে সুখী যেই,
নৈষ্ঠিক ধরমে জ্ঞানী একমাত্র সেই ॥
ধর্ম্মই সবার শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নয় ;
ভয়-ভীত জনে যেই প্রদানে অভয়,
একটিও ভীত-জনে কৈলে প্রাণদান,
বিপ্রে গো-সহস্র দান না হয় সমান ॥
অভয় যে দেয় জীবে হয়ে দয়া-পর,
কল্পান্তেও তা'র পুণ্য অক্ষয় অমর !
স্বর্ণ-ধেনু ভুমিদান জগতে সুলভ,
সর্ব্বজীবে দয়াবান ধরায় দুর্লভ ॥
মহৎ যজ্ঞের ফল কালে হয় ক্ষয়,
অভয় দানের কাছে কলামাত্র নয়।
সাগর-বেষ্টিতা ধরা যে করে প্রদান,
অভয়দাতার সেও নহে ত সমান ॥
মানবের দেহ হয় অস্থায়ী বিষয়,
প্রতিক্ষণ তিলে তিলে ধ্বংস সেই হয়।
যে না অর্জ্জে হেন দেহে ধর্ম্ম স্থায়ি-ধন,
শোচনীয় মূঢ়চেতা নিশ্চিত সে জন ॥
প্রাণি-হিতে দেহ যদি না হয় অর্পণ,
তেমন দেহেতে বল কিম্বা প্রয়োজন ?
সহস্র দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সমুদয়,
একজন বিপন্নের রক্ষাতুল্য নয় ॥'

সকলে মনোযোগের সহিত পুরাণ-পাঠকের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা বিপন্নের আর্ত্তনাদ শুনা গেল। সকলেই, যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, নদী পার হইতে

যাইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীসহ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। এ তাঁহারই কাতর শব্দ! ব্রাহ্মণের কাতর-ধ্বনি শুনিয়া বহুলোক কৌতূহলের সহিত নদীতীরে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কেহই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে উদ্ধারের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছে না।

বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ 'ভয় নাই—ভয় নাই' বলিয়া দ্রুতগতি যাইয়া

বিক্রমাদিত্য…'ভয় নাই—ভয় নাই' বলিয়া…ঝাঁপাইয়া পড়িলেন

নদীস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করিয়া তীরে লইয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ, পত্নীসহ প্রাণ পাইয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—'মহাশয়, আমি মাতাপিতা হইতে প্রথমে জীবন পাইয়াছিলাম—আজ আবার আপনার নিকট হইতে প্রাণ পাইলাম। জীবন-দাতার উপকার না করিলে প্রাণধারণই বৃথা হয়। অতএব আমি দ্বাদশবৎসরকাল

গোদাবরী-তীরে মন্ত্রজপ ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণে যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনাকে দিলাম।' এই বলিয়া রাজাকে পুণ্য সমর্পণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীসহ চলিয়া গেলেন।

ঐ সময় এক ভীষণাকৃতি ব্রহ্মদৈত্য নিকটবর্ত্তী বটগাছ হইতে নামিয়া রাজার কাছে আসিল। সে বলিল—'মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের অকরণীয় সর্ব্বপ্রকার কাজ ও সমুদয় অসৎ আচরণ করিতাম—গুরু, বৃদ্ধ, সাধু ও মহাত্মাদিগের নিন্দা প্রচার করিতাম। তার ফলে আমাকে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আজ আপনার দয়ায় আমি এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইব।'

বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ-দত্ত পুণ্য উহাকে দান করিলেন। ব্রহ্মদৈত্যও সেই পুণ্য-ফলে পাপ-দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। রাজা উজ্জয়িনী ফিরিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"মহারাজ, এইরূপ পরোপকার, ধৈর্য্য ও উদারতা যদি আপনাতে থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা শুনিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পুতুল—বিদ্যাবতী

পুনরায় অন্য এক পুতুল বলিতে লাগিল :—

"পৃথিবীর কোথায় কোন্ আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কি তীর্থ আছে, কোন্ দেবতা আছে, কে-ই বা সাধু আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য যোগি-বেশে তাহা দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন এক নগরে গেলেন। নগরের নিকটেই এক তপোবন—তপোবনে জগদম্বিকার এক বিশাল মন্দির—মন্দিরের পাশেই এক রমণীয় নদী।

রাজা নদীতে স্নান করিলেন—মন্দিরে যাইয়া পরম ভক্তির সহিত জগন্মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বসিলেন। সেই সময় অবধূত-সার নামে এক যোগী তথায় আসিলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর অবধূত-সার বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথা হইতে আসিলেন ?'

রাজা বলিলেন—'আমি তীর্থযাত্রী, পথে পথেই থাকি।'

যোগী বলিলেন—'আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য। আমি উজ্জয়িনী—নগরে আপনাকে দেখিয়াছি। যাহা হউক্, আপনি এখানে কেন ?'

রাজা নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা বলিলেন।

অবধূত বলিলেন—'মহারাজ, আপনি খুব বিচক্ষণ হইলেও, বিদেশ-ভ্রমণে আসা আপনার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হয় নাই। এখন রাজ্যমধ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তখন কি করিবেন ?'

রাজা কহিলেন—'আমি মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যের শাসন-পালনের সমুদয় ভার দিয়া আসিয়াছি।'

যোগী বলিলেন—'ইহাও নীতিশাস্ত্র-সঙ্গত হয় নাই। বরং নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধই হইয়াছে। শাস্ত্রে লেখা আছে—

ভৃত্যহস্তে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ,
যেই নরপতি করে শৈল-বিহরণ,
মূঢ়বুদ্ধি তা'র মত নাহি এ ধরায়,
বিড়ালেরে দুগ্ধ-রক্ষী করি সে ঘুমায়!

শাস্ত্রে আরও বলে যে,—পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত হইলেও রাজ্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে নাই। পুনরায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হয়। কৃষি, বিদ্যা, বণিক্, ভার্যা, অর্থ ও রাজ্যসম্পদ্ কৃষ্ণসর্পের মুখের তুল্য সুদৃঢ় করিতে হইবে।'

যোগীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'যোগিবর, আপনি যাহা বলিলেন, তাহার সবই মিথ্যা, দৈববলই একমাত্র সত্য। কেন না দৈব প্রতিকূল হইলে সকল প্রকার পুরুষকারই নষ্ট হইয়া যায়। দেখুন—বৃহস্পতির ন্যায় নীতিজ্ঞ যাঁহার মন্ত্রণাদাতা, যাঁহার অস্ত্র নিদারুণ বজ্র, অমরেরা যাঁহার সৈন্য, স্বর্গ যাঁহার দুর্গ, ঐরাবত যাহার বাহন, স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহার সহায়, তেমন অদ্ভুত বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হইলেও ইন্দ্রকে বলবান বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল! কাজেই দৈবই একমাত্র আশ্রয়, পুরুষকার কিছু নহে। আরও দেখুন—সুন্দর আকৃতি, সাধু-স্বভাব, সদ্বংশ, প্রভৃত বিদ্যা এবং অসাধারণ যত্ন ইহাদের কোনটা দ্বারাই কোন ফল ফলে না। বৃক্ষে যেমন উপযুক্ত সময়ে আপনা হইতেই ফল ফলে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যদ্বারাই ইহজন্মে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়। অধিকন্তু, যে হিরণ্যকশিপু নিজের বাহুবলে ইন্দ্র-হস্তী ঐরাবতের দন্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, মহাদেবের পরশুর প্রহার যাহার বক্ষ-স্থল ভেদ করিতে পারে নাই, সেই দৈত্যপতির বক্ষ নৃসিংহের নখের ঘায়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল!'

তারপর রাজা, দৈবের প্রভাবে কিরূপ অসাধ্যসাধন হয়, তাহার একটি কাহিনী বলিতে লাগিলেন। গল্পটি এই ঃ—

'উত্তর দেশে নদীপর্ব্বত-বর্দ্ধন নামে এক নগর আছে। তথাকার রাজার নাম রাজবাহন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক; দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি। রাজবাহনের বন্ধুবান্ধবেরা একত্র হইয়া তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইল; রাণীর সহিত রাজাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজবাহন আশ্রয়শূন্য হইয়া রাণীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যাকালে এক নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক বটগাছের নীচে রাত্রি কাটাইবেন বলিয়া আশ্রয় লইলেন।

সন্ধ্যাকালে বহু পক্ষী আসিয়া সেই বটগাছে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'এই নগরের রাজার মরণ হইয়াছে, তাঁহার ছেলে নাই, কে এখন এখানকার রাজা হইবে ?'

একটি পাখী কহিল—'যে রাজা এই গাছের নীচে আজ আসিয়াছে সে-ই রাজা হইবে।'

আর আর পাখীরা কহিল—'বেশ, বেশ, তা'ই হউক।'

রাজা পাখীদিগের কথা শুনিলেন।

প্রভাত হইলে রাজা সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রণাম করিলেন; তারপর রাজপথের দিকে বাহির হইলেন।

দেশে রাজা নাই। মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া রাজ-হস্তিনীকে মালাদি দ্বারা সাজাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হস্তিনী রাজপথে চলিতে চলিতে রাজবাহনকে দেখিতে পাইল, অমনি তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিল, শুঁড় দিয়া তাঁহাকে নিজের পিঠে উঠাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেল। মন্ত্রীরা রাজবাহনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

রাজবাহনের শত্রুরা সেই সংবাদ শুনিতে পাইল। তখন সকলে একসঙ্গে আসিয়া তাঁহার নূতন রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজা সেই সময় পাশা খেলায় মগ্ন

ছিলেন। তাহা দেখিয়া রাণী বলিলেন—'নাথ, বিপক্ষেরা নগর আক্রমণ করিয়াছে, এখনও কি আপনি র রক্ষার বিষয় না ভাবিয়া খেলায় মগ্ন থাকিবেন ?'

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—'রাণী, রাজ্যরক্ষার জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই। কেন না দৈবই সকলকে বড় করে, আবার

'রাণী, রাজ্যরক্ষার জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই।...'

দৈবই সকলকে ছোট করে। গাছের নীচে থাকিবার সময় যিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তিনিই এখন রাজ্য রক্ষা করিবেন—তিনিই সেই ভাবনা ভাবিতেছেন।'

যে দেবতার কৃপায় রাজবাহন রাজ্য পাইয়াছিলেন, তিনি রাজার এইরূপ একান্ত নির্ভরশীলতা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন; তারপর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া রাত্রিতেই শত্রু-সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।'

বিক্রমাদিত্যের কথা শুনিয়া অবধূত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজাকে একটি অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি দিয়া তিনি কহিলেন—'মহারাজ, এই শিবমূর্ত্তি চিন্তা-মণিতুল্য,

যে বস্তুর কথা মনে করিবেন, ইহার প্রভাবে তাহাই পাইবেন। যথারীতি প্রতিদিন ইহাকে পূজা করিবেন।'

রাজা যোগীকে প্রণাম করিয়া শিবমূর্ত্তিসহ রাজধানীতে ফিরিলেন।

এক ব্রাহ্মণ সেই সময়ে আসিয়া রাজাকে কহিল—'মহাশয়, আমার শিবমূর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শিবপূজা না করিয়া অমি জলও গ্রহণ করি না। তাই আজ তিনদিন উপবাসী আছি। আপনি যদি ওই শিবমূর্ত্তিটি আমাকে দান করেন, তবে আমি জীবন রক্ষাকরিতে পারি।'

রাজা ব্রাহ্মণকে শিবমূর্ত্তিটি দান করিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি সেইরূপ ঔদার্য্য-গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পঞ্চদশ পুতুল—নিরুপমা

পুনরায় অন্য পুতুল কহিল—"মহারাজ, শুনুন ঃ—

বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে বসুমিত্র তাঁহার পুরোহিত হইলেন। বসুমিত্র যেমন রূপবান তেমনই সকলগুণে গুণবান ছিলেন। সেইজন্য রাজা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। বসুমিত্রের ধনরত্নের অভাব ছিল না—পরের উপকার করিতে পারিলেই তিনি অতিশয় কৃতার্থ হইতেন।

বসুমিত্র একদিন মনে মনে ভাবিলেন যে, গঙ্গা-স্নান না করিলে আর পাপের ক্ষয় হয় না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে—'তীর্থস্নানের তুল্য পবিত্রতা-কারক আর কিছুই নাই। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় না, একমাত্র গঙ্গাস্নান-দ্বারা সেই ফল পাওয়া যায়। শত শত যজ্ঞ অপেক্ষাও গঙ্গাস্নান অধিকতর শুদ্ধি-দায়ক।—

সূর্য্যের উদয়ে যথা দিক্ সমুদয়,
অন্ধকার অপগমে দীপ্তিময় হয়।
করিলে গঙ্গায় স্নান জনসমুদয়,
পাপক্ষয়ে সেইরূপ শোভমান হয়।
আগুনের কণাযোগে তুলারাশি প্রায়
গঙ্গাস্নানমাত্র সব পাপ নাশ পায়।

সূর্য্য-তপ্ত গঙ্গাজল পান করে যেই,
পঞ্চগব্য পান-ফল লাভ করে সেই ॥'

বস্তুতঃ গঙ্গার অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বিচার করিয়া বসুমিত্র কাশীধাম চলিয়া গেলেন। বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া এবং মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন।

ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বসুমিত্র এক অদ্ভুত নগরে উপস্থিত হইলেন।

মন্মথ-সঞ্জীবনী···দেবতার চরণামৃত সেচন করিয়া রাজাকে বাচাইল

সেই নগরে যে রাজত্ব করিত সে পুরুষ নহে—স্ত্রীলোক; নাম তা'র 'মন্মথ-সঞ্জীবনী', সে অবিবাহিতা।

'মন্মথ-সঞ্জীবনী'র বিবাহের জন্য সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত—বিবাহমণ্ডপ পর্য্যন্ত সজ্জিত; তবু তাহার বিবাহ হইতেছে না। কারণ উহার প্রতিজ্ঞা আছে যে, 'যে ব্যক্তি নগরের লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখস্থ লৌহ পাত্রের তপ্ততৈলে

পড়িতে পারিবে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে।' বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া অনেকেই আসে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া সেই আগুনের মত তপ্ততৈলে পড়িতে চাহে না, কাজেই মন্মথ-সঞ্জীবনীরও আর বিবাহ হয় না।

বসুমিত্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া দেশে ফিরিলেন—ফিরিয়া বিক্রমাদিত্যকে সেই সংবাদ বলিলেন।

রাজা শ্রবণমাত্র বসুমিত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ নগরে গেলেন। স্নান-পূজা ও লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তিনি সেই আগুনের মত তপ্ততৈলের মধ্যে পড়িলেন। রাজার শরীরটা নিদারুণ তাপে একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া গেল।

সেই সংবাদ শুনিয়া মন্মথ-সঞ্জীবনী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল—দেবতার চরণামৃত সেচন করিয়া রাজাকে বাঁচাইল। এতদিনে প্রতিজ্ঞার দায় গেল বলিয়া সে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করিতে চাহিল। বিক্রমাদিত্য, মন্মথ-সঞ্জীবনীকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন, পরে পুরোহিত বসুমিত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্মথ-সঞ্জীবনীর সহিত বসুমিত্রের বিবাহ হইল।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"কেমন ভোজরাজ, আপনাতে কি ঐরূপ ধৈর্য্য আছে? যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

ষোড়শ পুতুল—হরি-মধ্যা

পুনরায় অন্য পুতুল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শুনুন ঃ—

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য গ্রহণকরার পর দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইলেন এবং সকল দিকের সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া—কত নূতন নূতন সামগ্রী লাভকরিলেন ; তার পর পরাজিত রাজাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দিগ্বিজয় শেষ করিয়া রাজা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন—রাজ্যময় আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দেশের প্রজা ও নাগরিকগণের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বিক্রমাদিত্য নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এমন সময় দৈবজ্ঞ আসিয়া বলিল—'মহারাজ, চারিদিনের মধ্যে সময় ভাল নাই। অতএব নগরে প্রবেশ করা যাইতে পারে না।'

রাজা নগরের বাহিরেই উপবন-মধ্যে বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বসন্তঋতুর আবির্ভাব হইল।

রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের নাম সু-মন্ত্রী। তিনি আসিয়া রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, ঋতুর রাজা বসন্ত আসিয়াছে—তাহার পূজা করা উচিত। বসন্তের পূজা করিলে সকলে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে—সকলের দুঃখ দূর হইবে এবং অরিষ্টের শান্তি হইবে।'

রাজা বসন্ত-পূজার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

মন্ত্রী অতি মনোহর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন—বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলেন—গান, বাদ্য, নাচ প্রভৃতির আয়োজন করিলেন। দীন-দুঃখী, অন্ধ, খোঁড়া, বধির, কুঁজা প্রভৃতি লোকসকল উপস্থিত হইল।

মণ্ডপে নব-রত্ন-নির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপনকরিয়া—তদুপরি লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতিমা স্থাপন করা হইল। পূজার জন্য জাতি, যুঁথি, মল্লিকা, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প, কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে আনীত হইল।

রাজা স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা শেষ করিয়া, উপস্থিত সকল লোককে বস্ত্রাদি দানকরিলেন। রাজার আদেশে গায়কেরা বসন্তরাগ ও বসন্তের গান করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে নানাপ্রকার পুরস্কার দিলেন।

সেই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—'রাজন্, আমার একটা নিবেদন আছে।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—'আচ্ছা বলুন।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি ব্রাহ্মণ, বাস নন্দি-বর্দ্ধন নগরে। ক্রমে আমার আটটি ছেলে হইলে, আমি অম্বিকাদেবীর কাছে কন্যা কামনা করিয়া তপস্যা করি। তখন এই কামনা করিয়াছিলাম যে, যদি অম্বিকার কৃপায় আমার কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার নাম অম্বিকা রাখিব এবং কন্যার যত ওজন হইবে সেই পরিমাণ স্বর্ণ যৌতুক দিয়া কন্যার বিবাহ দিব। মেয়েটির এক্ষণে বিবাহের বয়স হইয়াছে। আমি গরীব—অত সোনা কোথায় পাইব? আপনার তুল্য দাতা পৃথিবীতে আর নাই। কাজেই আমি আপনার কাছে কন্যা-সহ আসিয়াছি।'

রাজা ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া কহিলেন—'এই ব্রাহ্মণকে তাঁহার কন্যার সমান ওজনের স্বর্ণ দাও। পরে আরও আট কোটী সুবর্ণ পৃথগ্-ভাবে দাও।'

ভাণ্ডারী রাজার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দানকরিল। ব্রাহ্মণ কন্যা-সহ চলিয়া গেলেন। রাজাও শুভক্ষণে নগরে প্রবেশ করিলেন।"

অতঃপর পুতুল কহিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা ভোজ চুপ করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পুতুল—মদনসুন্দরী

পুনরায় অন্য পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"ভোজরাজ! দানশীলতায় বিক্রমাদিত্যের তুল্য পৃথিবীতে আর কেহই নাই। সেইজন্য তাঁহার খ্যাতিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রার্থীরা প্রত্যেকেই রাজা বিক্রমের গুণ গানকরিয়া থাকে। যাহারা বীর, কেহ সর্ব্বদা তাহাদের গুণ গান করে না, কিন্তু দাতাদিগের মনের তুষ্টির জন্য সর্ব্বদাই স্তুতিবাক্য বলা হয়। দেখুন—

ধনার্থীর স্তুতিবাক্য দাতৃগণে সন্তোষ বিতরে,
রণ-দুন্দুভির নাদ বীরদেহে অস্ত্রাঘাত করে।

বীরত্ব, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও সাধু অনুষ্ঠান প্রভৃতি গুণ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই থাকিতে পারে; কিন্তু ত্যাগ অর্থাৎ দান করা গুণ—সকলে সম্ভবে না।

মানবের মত পশু ভাবে মুগ্ধ হয়,
শুকপাখী কথা শিখি কত কথা কয়।
কিন্তু তা'রা কভু কিছু দিতে নাহি পারে,
দাতাই পণ্ডিত, শূর পৃথিবী ভিতরে।
কেহ বা স্বভাব-বীর দয়া-বীর কেহ,
দাতার ষোড়শভাগও নহে কিন্তু সেহ।

একমাত্র ত্যাগ-গুণ সকলের শ্লাঘ্য। তাহা যদি আবার বিদ্যাদ্বারা বিভূষিত

হয় তবে ত আর কথাই নাই। তদুপরি যদি আবার তাহাতে বীরত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নত-মস্তকে প্রণাম করি। রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রণামের যোগ্য। কেন না—তিনি যেমন দাতা, তেমনই বিদ্বান্, আবার ততোঽধিক শৌর্য্য-সম্পন্ন। বাস্তবিক দান-শক্তি, বিদ্যা ও শৌর্য্য এই তিনগুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন। তদুপরি তাঁহাতে আবার অহঙ্কারের বিন্দুটিও ছিল না।

একদিন কোন স্তুতিপাঠক ভিন্ন দেশের কোনও রাজার নিকট যাইয়া বিক্রমাদিত্যের গুণসকল বর্ণন করিতে লাগিল। রাজা সেই সকল প্রশংসার কথা শুনিয়া মনে মনে রাগিয়া গেলেন; শেষে ভাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হে, তোমরা সকলে যে কেবল বিক্রমাদিত্যের প্রশংসা-গান-ই কর, সে ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কেহ রাজা নাই?'

ভাট কহিল—'মহারাজ! দান, পরের উপকার করা, সাহস, বীরত্ব ও ধৈর্য্যে বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা ত্রিভুবনে একটিও দেখা যায় না। তিনি নিজের দেহ পাতকরিয়াও পরের উপকার করেন।'

ভাটের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনিও পরের উপকার করিবেন। তখন একজন যোগীকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরের উপকার করিবার জন্য প্রতিদিন নূতন নূতন দ্রব্য পাইবার কোন উপায় আছে কি না।

যোগী প্রথমে বলিলেন—'না তেমন কোন উপায় নাই।'

কিন্তু রাজা বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগীকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে চৌষট্টি যোগিনীর পূজা ও মন্ত্র জপ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময়ে নিজের শরীর আহুতি দিতে হইবে। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।'

যোগীর কথামত রাজা যোগিনীর পূজা করিলেন, হোমের সময় নিজদেহ আহুতি দিলেন। যোগিনীরা রাজার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং বর দিতে চাহিলেন।

রাজা বলিলেন—'মাতৃগণ! আমার গৃহে যে সাতটি মহাঘট আছে, তাহা প্রতিদিন সোনায় পরিপূর্ণ হইবে, আমাকে এই বর দিন।'

যোগিনীরা কহিলেন—'তুমি যদি তিনমাস পর্য্যন্ত এইরূপ পূজা ও আপনার দেহ আহুতি দিতে পার, তবে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব।'

রাজা তাহাই করিতে লাগিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই কথাটা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের

যোগিনীরা কহিলেন—'মহাশয়, আপনি কে?'

কানে পৌঁছিল। তিনি সেই ব্যাপার দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় গেলেন এবং পূর্ণাহুতির সময় স্বয়ংই নিজ শরীর হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন।

যোগিনীরা পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে বাঁচাইয়া দিয়া কহিলেন—'মহাশয়, আপনি কে? কি জন্য এমন কাজ করিলেন?'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'পরোপকারের জন্যই আমি এভাবে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলাম।'

যোগিনীরা বলিলেন—'আমরা আপনার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনি বর লউন।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'এই রাজার অভিলাষ পূর্ণ করুন, আমি উহাই বর চাই।'

যোগিনীরা বিক্রমাদিত্যের প্রার্থনামত রাজার মৃত্যু বারণ করিলেন—সপ্ত মহাঘট সোনায় ভরিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য আপন দেশে ফিরিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"কেমন মহারাজ! আপনাতে কি ঐরূপ ধৈর্য্য, দয়া এবং পরোপকার করিবার গুণ আছে? যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পুতুল—বিলাস-রসিকা

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলেন, তখন আর এক পুতুল বলিল—

"মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের যে সকল গুণ ছিল, আপনাতে যদি সে সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের নীতি-পথ কিরূপ ছিল, বর্ণন কর।"

ভোজরাজের কথা শুনিয়া পুতুল বলিতে লাগিল—"মহারাজ, শুনুন :—

মণিপুরে গোবিন্দ শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সমুদয় নীতিশাস্ত্র জানিতেন। তিনি নিজ পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন—'দুর্জ্জনের সঙ্গে বসবাস করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে একেবারেই উচিত নহে। শাস্ত্রে বলে—

দুর্জ্জন-জনের সঙ্গ বিপদের তরে
সেই হেতু সাধুগণ তা'য় নিন্দা করে।
লঙ্কেশ্বর জানকীরে করিলা হরণ,
সাগরের ভাগ্যে কিন্তু ঘটিল বন্ধন!

কাজেই সাধুর সঙ্গে বাস করা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গে অতিশয় আনন্দ জন্মে। শাস্ত্রে বলে—সৎসঙ্গ হইতে নির্ম্মল আনন্দ জন্মে, উহা মলয় বায়ু, চন্দ্র এবং সুগন্ধ চন্দন অপেক্ষাও উত্তম। উহাদ্বারা মন্দভাব দূরীভূত হয়, সম্পদ্ লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় কথা—কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। যাহাতে কাহারও মনে দুঃখ জন্মে—তেমন কিছু করিবে না। অপরাধ না করিলে ভৃত্যের শাস্তি দিবে না। অত্যন্ত দোষ না করিলে স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে না। এ সকল করিলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়।

লক্ষ্মী জলের ন্যায় চঞ্চল, উহাকে কখনও স্থির বলিয়া মনে করিবে না। বাস্তবিক আজ তোমার ধনধান্য থাকিলেও উহা চিরকালই থাকিবে—এমন কথা ভাবিও না। ধন দান কর, উহাদ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্য ভোগ কর। মানবদিগকে সম্মান কর, সাধুদিগকে সেবা কর। কেন না, ঝড় বহিলে প্রদীপের শিখা যেমন অনবরত নড়াচড়া করিতে থাকে, লক্ষ্মীও সেইরূপ তাড়াতাড়ি একজনকে ছাড়িয়া অপরের ঘরে চলিয়া যা'ন।

স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্তকথা বলিবে না। যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে হিতোপদেশ দিবে। প্রতিদিন কিছু দান করিবে, প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে; বিনা কাজে বৃথা সময় কাটাইবে না। মাতাপিতার সেবা করিবে। চোরের সহিত কথাও বলিবে না। কঠোর ভাষায় কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিবে না। সামান্য ব্যাপারের জন্য গুরুতর ব্যাপারের সৃষ্টি করিও না।

অল্পহেতু বহুনাশ সুবুদ্ধি না করে,
পাণ্ডিত্য—অল্পেরে ত্যজি, রক্ষা বহুতরে।

বিপন্নকে দান করিবে, ধর্ম্মকে মনে রাখিয়া মনে-মুখে-কাজে পরের উপকার করিবে। ইহাই পুরুষগণের পক্ষে আচরণীয় সাধারণ নীতি।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই নীতিশাস্ত্রে পারদশী ছিলেন।

রাজা হইবার পর বহুকাল গেলে, একদা এক বিদেশ-বাসী লোক বিক্রমাদিত্যের কাছে আসিল। বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি দেশ-ভ্রমণ করিতে করিতে কি কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছ?'

সে বলিল—'মহারাজ, উদয় পর্ব্বতের উপর সূর্য্যদেবের এক অতি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরের পাশেই গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। গঙ্গার কূলে

একটি শিব-মন্দির ; মন্দিরের শিবের নাম পাপ-বিমোচন। সেই শিব-মন্দিরের নিকট গঙ্গার স্রোত হইতে একটি সোনার স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। স্তম্ভের উপরে নবরত্নের তৈয়ারী সিংহাসন আছে। সেই সোনার স্তম্ভটি সূর্য্যের উদয় হইতে উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, দুপুরের সময় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উহা সূর্য্যমণ্ডলে ঠেকে ; তারপর ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে হইতে সূর্য্যের অস্তগমন-সময়ে স্তম্ভটি গঙ্গার জলে ডুবিয়া যায়। প্রতিদিনই এই ঘটনা ঘটে।'

বিক্রমাদিত্য সেই বিদেশী লোককে লইয়া তখনই উদয় পর্ব্বতে গেলেন—রাত্রি কাটাইলেন। প্রাতে সূর্য্যের উদয় হইলে গঙ্গাজল হইতে সোনার স্তম্ভের উদয় হইতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও অমনি সেই স্তম্ভের মাথায় উঠিয়া বসিলেন।

স্তম্ভটি বাড়িতে বাড়িতে দুপুরের সময় সূর্য্যের কাছে গেল। দারুণ তাপে বিক্রমাদিত্যের শরীর গলিয়া একেবারে মাংসপিণ্ডের আকার হইল। রাজা সেই অবস্থায়ও সূর্য্যদেবের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব স্তম্ভে অমৃতসেচন করিলেন ; অমৃতস্পর্শে বিক্রমাদিত্য দিব্য-শরীর লাভ করিলেন।

তখন সূর্য্যদেব কহিলেন—'রাজন্! তুমি অতিশয় শৌর্য্যসম্পন্ন, তাই যেখানে কেহ আসিতে পারে না, তেমনই স্থানে তুমি আসিয়াছ। এই সাহস ও শৌর্য্যের জন্য আমি তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আকাঙ্ক্ষা-মত বর গ্রহণ কর।'

রাজা হাসিয়া বলিলেন—'দেব! আমার চেয়ে বড় ত আর কেহ নাই। মুনিঋষিরাও যে স্থানে আসিতে অক্ষম, আমি তেমনই স্থানে আসিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। আবার বর লইব কি?'

সূর্য্যদেব এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে নিজের কুণ্ডল দুইটি দান করিয়া বলিলেন—'রাজন্, এই কুণ্ডল দুইটি প্রতিদিন একভার করিয়া স্বর্ণ দান করে।'

রাজা সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া, স্তম্ভ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'মহারাজ ! বড় গরিব আমি। কিন্তু আমার গৃহে আত্মীয়-কুটুম্বের অভাব নাই। সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়াও আমি কোনরূপেই পোষ্য-পরিজনের উপযুক্ত খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করিতে পারি না।'

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে কুণ্ডল দুইটি দান করিয়া বলিলেন—'ঠাকুর ! এই নিন, এই কুণ্ডল দুইটি প্রতিদিন এক এক-ভার সোনা দান করিয়া থাকে।'

সেকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তারপর তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ ! আপনাতে যদি ঐরূপ দানশক্তি থাকে, ঐরূপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

উনবিংশ পুতুল—শৃঙ্গার-কলিকা

ভোজরাজ যখন আবারও সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলেন, তখন অন্য এক পুতুল কহিতে লাগিল—"মহারাজ, আপনাতে যদি বিক্রমাদিত্যের তুল্য দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের উদারতাদি গুণের কথা বল।"

"শুনুন মহারাজ"—এই বলিয়া পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রজাগণ সকল সুখে সুখী হইল। ব্রাহ্মণেরা যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কাজে নিরত ছিলেন। নারীগণ পতিব্রতা, পুরুষেরা শতবৎসর-জীবী, বৃক্ষসকল সর্ব্বদা ফলে পরিপূর্ণ, মেঘসকল মানুষের ইচ্ছামত বর্ষণকারী, পৃথিবী নিরন্তর শস্যপরিপূর্ণা, লোকসকল পাপ-কাজে বিরত ছিল; তাহারা অতিথি-সেবা, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, গুরুজনের সেবা এবং সর্ব্বদা দান ইত্যাদি সৎকর্ম্মে আসক্ত ছিল।

একদিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে অধীন-রাজ্যের রাজপুত্রগণ উপবিষ্ট। কোন রাজপুত্র ভাটদ্বারা নিজবংশের গুণ গান করাইতেছেন, কেহ বা সগর্ব্বে নিজেই নিজের বাহুবলের প্রশংসা প্রচার করিতেছেন, কোন কোন রাজপুত্র পরস্পর হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। রাজ-পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন আশ্রিতজনের প্রতিপালক, কেহ ধর্ম্ম-কর্ম্মে তৎপর, কেহ বা ছিলেন যোগ-তপস্যাদিতে নিরত।

এই সময়ে এক চণ্ডাল সভায় উপস্থিত হইল। সে রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'মহারাজ, বনমধ্যে অতিপ্রকাণ্ড-দেহ একটা শূকর আসিয়াছে। তাহার শরীর কাজলের পাহাড়ের মত বৃহৎ ও কালো। দেখিবেন তো চলুন।'

বিক্রমাদিত্য রাজপুত্রদিগকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বনে গেলেন এবং নদীর তীরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সেই ভীষণ শূকরকে দেখিতে পাইলেন।

শূকরটা বীরগণের গোলযোগ শুনিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইল। বিক্রমাদিত্য এককালে উহার উপর ছাব্বিশটা তীর মারিলেন। শূকরটা তাহা

বিক্রমাদিত্য……তীর মারিলেন

গ্রাহ্য না করিয়া দৌড়িয়া পর্ব্বতের গুহায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজাও পেছনে পেছনে সেই পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শূকরটা কোথায় গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

রাজা দেখিলেন—পর্ব্বতের গায়ে একটা অতি বৃহৎ গর্ত্ত। তিনি একটুমাত্র

ভীত না হইয়া সেই বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ত্তটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু একটু দূর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ বেশ আলো পাওয়া গেল। আর একটু যাইয়া রাজা দেখিলেন—সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নগর। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে শাদা ধব্‌ধবে খুব উঁচু উঁচু দালান; কত দেবালয়, উদ্যান, নানা দ্রব্যেভরা অসংখ্য দোকান। নগরে বহু বড়লোকের বাস, নগরটি অতিশয় নয়ন-মনোরম।

রাজা নগরে গেলেন—এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রাজ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্যের সহিত সেই নূতন দেশের রাজার সাক্ষাৎ হইল।

রাজার নাম 'বলি'। তিনি বিরোচন রাজার পুত্র। ভগবান বামন অবতার গ্রহণ করিয়া ইঁহাকে পাতালে পাঠাইয়াছিলেন।

বলি, বিক্রমাদিত্যের সহিত কোলাকুলি করিয়া কহিলেন—'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?'

বিক্রম বলিলেন—'আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।'

বলি কহিলেন—'আমার সৌভাগ্য—বংশ ধন্য—যে, আপনার ন্যায় পুণ্যাত্মা আজ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।'

বিক্রম কহিলেন—'আপনার চিত্ত অতিশয় পবিত্র, আপনার জন্ম ধন্য। কেন না, বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণ নিত্য আপনার গৃহে বিরাজমান।'

বলি কহিলেন—'যদি বন্ধুত্বের খাতিরেই আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকেন, তবে আমি যাহা দিব, তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না—দেওয়া-নেওয়া, গুপ্তকথা বলা-শুনা, ভোজন করা ও ভোজন করান, এই ছয়টি প্রীতির চিহ্ন। উপকার ছাড়া কখনও কোন লোকের সহিত প্রণয় জন্মে না। দেবতারাও পূজা পাইলেই অভীষ্ট দান করেন। নিত্য খাইতে পাইলে বিবেক-বিহীন পশুরাও পুত্রাপেক্ষা প্রিয় হয়; খল লোককে দান করিলে তাহাও ব্যর্থ হয় না।'

এই বলিয়া তিনি বিক্রমাদিত্যকে রস ও রসায়ন দান করিলেন। রাজাও

বলির অনুমতি লইয়া গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ; তারপর অশ্বারোহণে রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন ।

সেই সময় পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ যেমন পীড়িত, তেমনই আবার দরিদ্র। ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের দরিদ্রতা, রোগ ও বহু পরিজনের কথা নিবেদন করিলেন। পোষ্যপরিজনের সহিত পেট ভরিয়া খাইতে পারেন তেমন পরিমাণ ধন প্রার্থনা করিলেন।

রাজা বলিলেন—'এক্ষণে আমার কাছে রসায়ন ও রস নামে দুইটি জিনিস আছে ; তাহা ছাড়া আর কোন অর্থ নাই। যে রসায়ন সেবন করে—সে যুবক থাকে, অমর হয়। আর রসদ্বারা সোনা-রূপা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। ইহাদের মধ্যে যে-টা আপনার ইচ্ছা লইতে পারেন।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন—'রসায়নই দিউন। উহা সেবন করিয়া আমরা জরা-মরণ-রহিত হইতে পারিব।'

পুত্র বলিল—'রসায়ন লইয়া আমরা কি করিব? জরা-মরণ-শূন্য হইলে চিরকাল খাওয়া-পরার দুঃখ পাইতে হইবে। অতএব যাহা দ্বারা সোনা-রূপা তৈয়ার করা যায় সেই রসই দিউন।'

এইরূপে পিতাপুত্রের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইলে বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণকে রস ও রসায়ন উভয়ই দিলেন। তাঁহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। রাজাও রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ, আপনাতে যদি ঐরূপ ধৈর্য্য ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিংশ পুতুল—মন্মথ-সঞ্জীবনী

ভোজরাজ আবারও সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলে অন্য পুতুল বলিল—"মহারাজ, শুনুন ঃ—

বিক্রমাদিত্য ছয়মাস রাজত্ব করিতেন, আর ছয়-মাস বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বিদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন তিনি পদ্মালয় নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরের বাহিরে ছিল একটি অতি বৃহৎ সরোবর। সরোবরের চারিদিকে উপবন। সরোবরের জল স্ফটিকের ন্যায় টল্‌টলে। তিনি সরোবর হইতে জলপান করিয়া তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই সময় অন্য কয়েকজন পথিকও সেখানে আসিল—জলপান করিয়া তথায় বসিল। তাহাদের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

একজন বলিল—'আমরা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া কত কি অদ্ভুত দেখিলাম, কিন্তু কোথায়ও মহাপুরুষ দেখিতে পাইলাম না।'

অন্য একজন কহিল—'মহাপুরুষ দেখিতে হইলে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। এ স্থানেই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। তাঁহার সেখানে যাইতে হইলে মৃত্যুরই সম্ভাবনা ; কাজেই কেহ সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে পারে না বুদ্ধিমানের পক্ষে আত্মরক্ষাই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে—

পত্নী, বিত্ত, ক্ষেত্র গেলে পুনঃ পাওয়া যায়,
শুভাশুভ কর্ম্ম গেলে ঘটে পুনরায়।
বারেক হইলে নাশ দেহ কদাচন,
নাহি হয় কভু তা'র পুনঃ সংঘটন।

কাজেই বুদ্ধিমানের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য করা কখনও উচিত নহে। কথিত আছে,—মদ্যপানাদি ব্যসন এবং অসাধ্য কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। বুদ্ধিমানের পক্ষে তাহা কখনও কর্ত্তব্য নহে। যে কাজে জীবন সংশয় হইতে পারে সেইরূপ কাজে কখনও রত হইবে না।'

বিক্রমাদিত্য পথিকগণের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়া বলিলেন—'তোমরা এ কি বলিতেছ? পৌরুষ (অধ্যবসায়) ও সাহস ছাড়া কি কোন অভীষ্ট লাভ হয়? সন্দেহাত্মা ও অলসেরা কখনও দুষ্প্রাপ্য পাইতে পারে না। এসংসারে—সাহসী-ই যথার্থ বলবান্।

দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ হয় না। নারায়ণ স্বয়ং সাগর-মন্থনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াই লক্ষ্মীকে পাইয়াছিলেন। তিনি কোন্ কর্ম্ম না সাধন করিয়াছেন? কিন্তু তিনি যখন চারিমাস অনন্ত-শয়নে থাকেন, তখন তাঁহার দ্বারাও কোন কাজ সম্পন্ন হয় না। অতএব আলস্য সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে।

অধ্যবসায় ও সাহস ব্যতীত কেহ সৌভাগ্য লাভকরিতে পারে না। সূর্য্য তুলায় অধিরোহণ করিয়াই তবে মেঘের সঞ্চার রহিত করেন।'

বিক্রমাদিত্যের কথা শুনিয়া পথিকগণ বলিল—'মহাশয়, বলুন তো কি করিতে হইবে?'

বিক্রম বলিলেন—'এখান হইতে দ্বাদশ যোজন দূরে যে মহারণ্য আছে, তন্মধ্যস্থ পর্ব্বতে এক মহাযোগী আছেন। তাঁহার নাম ত্রিকাল-নাথ। তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি সমুদয় কামনা পূরণ করেন। আমি সেখানে যাইব।'

পথিকগণ বলিল—'আমরাও যাইব।'

রাজা। বেশ, চলুন।

সকলে চলিতে লাগিলেন। মহারণ্যের মধ্যস্থ পথ অত্যন্ত দুর্গম—চলিবার অযোগ্য। তাহা দেখিয়া পথিকেরা কহিল—'মহাশয়, আর কতদূর?'

রাজা বলিলেন—'আরও আট যোজন।'

পথিকগণ। তা' হোক, তবু আমরা যাইব।

আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ছয় যোজন গেলে তাঁহারা দেখিলেন—এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প বিষ বমন করিতে করিতে তাহাদের পথ রোধ করিল। সেই ভয়ঙ্কর সর্প দেখিয়া পথিকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য কিন্তু একটুকুও ভীত না হইয়া চলিতে লাগিলেন। সাপটা আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া দংশন করিল। রাজা সর্প-দংশনের স্থান বস্ত্রে বাঁধিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন—ত্রিকাল-নাথকে দর্শনকরিলেন। যোগীর দর্শনমাত্র সর্প রাজাকে ছাড়িয়া গেল, রাজাও বিষশূন্য হইলেন।

যোগী কহিলেন—'মহাশয়, এত কষ্ট করিয়া কেন এখানে আসিলেন?'

রাজা। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য।

যোগী। এজন্য আপনাকে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে।

রাজা। সে কষ্ট কিছুই নহে। কেন না, আপনাকে দর্শনমাত্র আমার সমুদয় পাতক দূর হইয়াছে। একটুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিয়াই আজ আমি ধন্য হইলাম। কথিত আছে—যতদিন শরীর সমর্থ থাকে, পুরুষের পক্ষে ততদিন সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠানে রত থাকা উচিত।

যতদিন এই দেহ থাকিবে নীরোগ,
যতদিন জরা দেহ না করিবে ভোগ,
ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যতদিন রয়,
যতদিন নাহি হয় জীবনের ক্ষয়,
ততদিন সযতনে উন্নতি বিধান—
করিবেক, সুবিদ্বান পুরুষপ্রধান।
জ্বলিয়া উঠিল যদি আপন আলয়,
কূপ খননের চেষ্টা বৃথা সে সময়।

যোগী সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও একখানা কাঁথা দিয়া কহিলেন—'রাজন্, এই ঘুটি দ্বারা তুমি মাটীর উপর যতটা দাগ কাটিবে, একদিনেই তত যোজন পথ যাইতে পারিবে; যোগদণ্ড ডান হাতে লইয়া স্পর্শ

করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত সৈন্যগণ বাঁচিয়া উঠিবে, আর উহা বাঁ হাতে লইয়া স্পর্শ করিলে শত্রুর সমুদয় সৈন্য নাশ পাইবে।'

রাজা, যোগীর প্রদত্ত দ্রব্য তিনটি লইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র সম্মুখে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে

বিক্রমাদিত্য রাজপথে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, এক রাজপুত্র সম্মুখে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। সেইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র বলিল—'উত্তরাধিকারীরা আমার রাজ্য হরণকরিয়া

লইয়াছে, এক্ষণে আমি দরিদ্র। কাজেই অগ্নিতে দেহ ত্যাগকরিব—তাই অগ্নি জ্বালিতেছি।'

বিক্রমাদিত্য তাহাকে ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও কাঁথা দিয়া উহাদের গুণ বলিয়া দিলেন। রাজপুত্র খুব সন্তুষ্ট হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"রাজন্, আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

একবিংশ পুতুল—রতি-লীলা

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলেন। তখন অন্য পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"যাহাতে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দান-শক্তি আছে সে-ই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। বিক্রমাদিত্য রাজ্যলাভ করিলে বুদ্ধি-সিন্ধু তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। মন্ত্রীর পুত্রের নাম অনর্গল। সে কোনপ্রকার লেখাপড়া শিখিত না, রাজপুত্রের ন্যায় ঘি-ভাত খাইয়া দিন কাটাইত। একদিন মন্ত্রী নিজ পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

'শূন্য তার গৃহ, যার নাহি পুত্রধন,
শূন্য সেই দেশ, যথা নাই বন্ধুজন,
সেই ত হৃদয়-শূন্য বিদ্যা নাই যার,
একেবারে সর্ব্ব-শূন্য দরিদ্র জনার!

তোমার দ্বারাও আমার কোনই সুখের সম্ভাবনা নাই। দেখ—

ধার্ম্মিক বিদ্বান নহে সে পুত্রে কি ফল?
দুগ্ধহীনা বন্ধ্যা গাভী আপদ্ কেবল।

আরও— অজাত ও মৃত, আর যে নহে বিদ্বান,
তা'র মধ্যে মৃতাজাত উত্তম সন্তান।
অল্প স্বল্প দুঃখ দেয় আগের দু'জন,
মূর্খ পুত্রে দগ্ধ করে যাবত জীবন।
বংশাগ্রে ধ্বজের তুল্য যে না করে শোভা স্বকুলের,
জননী যৌবন-হারী বৃথা জন্ম সেই তনয়ের।'

পিতার এই সকল উপদেশ শুনিয়া অনর্গলের মনে বড়ই দুঃখ হইল।

দেবী বলিলেন—'মহাশয়, আমাদের নগরে চলুন।'   পৃঃ ৯২

সে বিরাগী হইয়া চলিয়া গেল। কোনও নগরে এক অধ্যাপকের নিকট যাইয়া সে সমুদয় নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিতে লাগিল।

পথিমধ্যে সে এক গহন বনের মধ্যস্থ সরোবরতীরে উপস্থিত হইল। ঐ সরোবর অতিশয় মনোহর, তাহাতে শত শত পদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, চক্রবাক্-চক্রবাকী উহার নির্ম্মল জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু উহার এক অংশের জল অত্যন্ত উত্তপ্ত।

অনর্গল সেই সরোবরের কুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্য অস্তগত হইলেন, রাত্রি আসিল। তখন অনর্গল দেখিল, ঐ অত্যুষ্ণ জলের মধ্য হইতে আটজন দেবী উত্থিত হইলেন। তাঁহারা সরোবরতীরস্থ দেবালয়ে গেলেন এবং দেবতার পূজা সমাপন, নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিলেন। দেবতা তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিলে—প্রভাত সময়ে দেবীরা মন্দিরের বাহির হইলেন। তাঁহাদের একজন অনর্গলকে কহিলেন—'মহাশয়, আমাদের নগরে চলুন।' এই বলিয়া দেবীরা তপ্তজলের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

অনর্গলও তাঁহাদের সহিত যাইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু ভয়ে তপ্তজলে প্রবেশ করিতে পারিল না। কাজেই সে দেশে ফিরিয়া গেল।

অনর্গল দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতাপিতা ও বন্ধুগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, উক্ত সরোবরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজাও অনর্গলকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সরোবরের তীরে গমন করিলেন।

সেই সময়ে সূর্য্য অস্তগমন করিলেন—রাত্রি হইল। রাজা ঔৎসুক্যের সহিত সরোবরের তীরে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, তখন তিনি দেখিলেন দেবীরা সরোবর হইতে উঠিয়া মন্দিরে গেলেন, দেবতার পূজা ও নৃত্য-গীতাদি শেষ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিলে তাঁহারা যেমন প্রস্থান করিবেন—তখনই তাঁহাদের একজন বিক্রমাদিত্যকে দেখিতে পাইলেন।

দেবী বলিলেন—'মহাশয়, আমাদের নগরে চলুন।'

অমনি বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের সহিত তপ্তজলে প্রবেশ করিয়া সপ্তপাতালে মগ্ন করিলেন। দেবীরা রাজাকে যথারীতি সমাদর ও সম্মান করিয়া বলিলেন—'মহাশয়, আপনার ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন ও সাহসী লোক কেহ নাই। আপনি আমাদের এই নগরের রাজা হউন।'

রাজা। আমার অন্য রাজ্যের প্রয়োজন নাই, কেন না আমারও রাজ্য আছে। আমি কেবল এই কৌতুক-কর ব্যাপার দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

দেবীগণ। মহাত্মন্, আপনার প্রতি আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি—আপনি বর লউন।

রাজা। আপনারা কে?

দেবীগণ। আমরা অষ্ট-মহাসিদ্ধি।

রাজা। তবে আমাকে অষ্ট-মহাসিদ্ধি দান করুন।

দেবীরা রাজাকে অষ্টরত্ন দিলেন। উহা অণিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি অষ্টগুণ যুক্ত। রাজা রত্ন লইয়া রাজ্যে ফিরিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া কহিলেন—'মহারাজ! ধনহীন হওয়া বড়ই ক্লেশকর। দরিদ্রকে কেহ মানে না। অধিক কি, দরিদ্রের অন্য যতগুণ কেন থাকুক না, সকলই বৃথা হইয়া যায়। নিজের পত্নীও তাহাকে দেখিতে পারে না। আমি অতিশয় দরিদ্র, অথচ আমাকে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। আমিও পত্নীর কটুকথা ও অবজ্ঞায় গৃহ ত্যাগকরিয়া আসিয়াছি।'

রাজা ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অষ্টরত্ন দান করিলেন, পরে উভয়ে নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি ঐরূপ ধৈর্য্য, সাহস ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

পুতুলের কথা শুনিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পুতুল—মদনবতী

রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলেন। তখন অন্য এক পুতুল বলিয়া উঠিল—"এই সিংহাসনে বসিতে তিনি-ই উপযুক্ত, যিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণবান।"

রাজা ভোজ বলিলেন—"বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা বল।"

পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—"রাজ্য লাভকরিবার পর বিক্রমাদিত্য একদা দেশ-ভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের প্রাচীর অতিশয় বৃহৎ ও রত্নময়—নগরমধ্যে মেঘস্পর্শী অতিশয় উচ্চ অসংখ্য অট্টালিকা, বহু শিবালয় ও বিষ্ণু-মন্দির রহিয়াছে। রাজা নগরের বাহিরে এক বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া স্নান-পূজা শেষ করিলেন।

মন্দিরের নিকটে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আমি দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছি।'

রাজা বলিলেন—'আমিও পথিক, দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি।'

ব্রাহ্মণ রাজার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার শরীরের তেজঃ ও রাজ-লক্ষণ দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আপনি কখনও পথিক নহেন—নিশ্চয়ই কোন রাজা। তবে কপালের লেখন কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

হরি কিংবা হর আর ব্রহ্মা কিংবা সুরে।
অদৃষ্টের লেখা নাহি খণ্ডাইতে পারে॥'

দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—'...বর লও।' পৃঃ ৯৬

রাজা এই যুক্তিযুক্ত কথা স্বীকার করিলেন। কেন না—

যুক্তিযুক্ত উপাদেয় হইলে বচন,
বালক হ'তেও প্রভু করিবে গ্রহণ।
বৃদ্ধও বলেন যদি যুক্তিহীন কথা,
গ্রহণীয় নহে তাহা, ত্যজিবে সর্ব্বথা॥

রাজা। ব্রাহ্মণ, তোমাকে বড়ই শ্রান্ত দেখাইতেছে।

ব্রাহ্মণ। হাঁ, আমি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি।

রাজা। কেন?

ব্রাহ্মণ। এই নগরের কাছেই নীলপর্ব্বত নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় কামাক্ষীদেবীর মন্দির বিরাজিত। মন্দির-মধ্যে পাতাল-পথের দ্বার; তাহা সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। কামাক্ষীর মন্ত্র জপকরিলে ঐ রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া যায়। তথায় রসের কুণ্ড বর্ত্তমান। ঐ রস পাইলে সকল ধাতু হইতে সোনা তৈয়ারী করা যায়। আমি বারো বছর পর্য্যন্ত কামাক্ষীর মন্ত্র জপকরিয়াও পাতাল-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে পারি নাই।

এই কথা শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণ-সহ সেই মন্দিরে গেলেন এবং নিজকণ্ঠে খড়্গ প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি—বর লও।'

রাজা। দেবি! এই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করুন।

দেবী তৎক্ষণাৎ কুণ্ডের মুখ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাকে রস দিলেন। রাজা ও ব্রাহ্মণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

শুনিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ পুতুল—চিত্ররেখা

রাজা আবার সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিলে অপর এক পুতুল বলিল—"বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদারতা যাহাতে আছে, তিনি-ই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র।"

ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের উদারতার কথা শুনিতে চাহিলে পুতুল বলিতে লাগিল :—

"রাজা বিক্রমাদিত্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া একদা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। নগর-বাসীরা অতিশয় উৎসবানন্দে মত্ত হইল। রাজাও মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিয়া দেব-মন্দিরে গেলেন, পূজা শেষ করিয়া স্তবাদি পাঠ করিলেন; শেষে ব্রাহ্মণদিগকে কামধেনু, ভূমি ও তিলাদি এবং দীন-দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতিকে প্রচুর ধন দানকরিলেন। অনন্তর আহার করিতে যাইয়া প্রথমে বালক ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন শেষ করিলেন। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, আতুর,
অতিথি ও ভৃত্যগণে খাওয়াবে প্রচুর।
এ সবার খাওয়া দাওয়া হইলে নিঃশেষে
দম্পতি খাইবে নিজে সকলের শেষে ॥
সকল সাধনে সিদ্ধি যে করে মনন,
একাকী ভোজন নাহি করিবে সে জন।

দুই তিন বহুসহ ভোজন করিলে
ইষ্টসিদ্ধি তুষ্টি কাম্য ঋদ্ধি তা'র মিলে ॥

ভোজন-শেষে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার জন্য রাজা উপবেশন করিলেন। কেন না—

কামনা যে করে নিজ সুদীর্ঘ জীবন,
উপবিষ্ট হবে-সেই করিয়া ভোজন ;
কিংবা ক্ষণ নিদ্রা-সুখ করিলে সেবন
দু'পদ হাঁটিলে হয় স্বাস্থ্য সংঘটন।
ভোজনের শেষে যেই দ্রুতপদে যায়,
যমরাজ ধেয়ে চলে তা'র পায় পায় ॥

অধিকন্তু— অতিমাত্র জল পান, বিরুদ্ধ ভোজন,
দিবসে শয়ন, আর রাত্রি জাগরণ ;
মল-বেগ মূত্র-বেগ করিলে নিরোধ
এই ছয়ে রোগ ভোগ করে সে অবোধ ॥

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। রাজা বৈকালিক সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া ভোজন করিলেন। অবশেষে শয্যায় আসিয়া বসিলেন।

রাজার শয্যা জ্যোছনার মত ধব্ধবে সুপরিষ্কৃত চাদরে ঢাকা ; কুন্দ, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ-পুষ্পে সজ্জিত। রাজা তাহাতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোরের দিকে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া তিনি যেন দক্ষিণদিকে যাইতেছেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, রাজা 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া রাজা সভায় যাইয়া সিংহাসনে বসিলেন—ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

দৈবজ্ঞেরা বিচার করিয়া বলিল—'মহারাজ, এ স্বপ্ন অশুভ-জনক। বিশেষতঃ প্রভাতের স্বপ্ন সত্য সত্য ফলে। এ স্বপ্নের ফল মৃত্যু। ইহার উপশমের জন্য স্নান ও যজ্ঞাদি করিয়া পরিহিত অলঙ্কারাদি সহ বস্ত্রসকল ব্রাহ্মণদিগকে

দান করুন। পরে নববস্ত্র পরিধান করিয়া, নবরত্ন দ্বারা দেবপূজা, ব্রাহ্মণদিগকে গবাদি দান, অন্ধ-বধির-পঙ্গু-কুব্জ অনাথ প্রভৃতিকে প্রচুর দান করিয়া সন্তুষ্ট করুন।

স্বপ্নে দেখিলেন যে,—মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া……যাইতেছেন.

এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা সকলের শুভ-কামনা লাভ করিলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।'

রাজা তৎক্ষণাৎ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলেন এবং তিনদিনের জন্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। সকলে আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত অর্থ লইয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।"

পুতুল কহিল—"রাজন্, আপনাতে যদি এই প্রকার ধৈর্য্য ও দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পুতুল—সুভগা

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে গেলেন। অমনিই অন্য এক পুতুল বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, বিক্রমাদিত্যের মত উদারতাগুণশালী ব্যক্তি-ই কেবল এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যের গুণের কথা শুনিতে চাহিলেন।

পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-মধ্যে পুরন্দর-পুরী নামে এক অতি সুন্দর নগর ছিল। সেই নগরে এক বণিক বাস করিত—তাহার যে কত ধন-দৌলত ছিল, তাহা কেহই পরিমাণ করিতে পারিত না।

বণিকের চারি ছেলে। সে একদিন তাহার চারি ছেলেকেই ডাকিয়া কহিল—'দেখ, আমি মরিলে তোমরা চারি ভাই একত্রে থাকিবে কি না জানি না। শেষে হয়ত তোমরা চারিজনে বিবাদ করিবে; তাই আমি জীবিত থাকিতেই আমার সমুদয় সম্পত্তি তোমাদের চারিজনকে ভাগকরিয়া দিয়া যাইতেছি। চারিজনের চারিভাগ, আমি এই খাটের চারিপায়ার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া দিলাম। তোমরা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাবে আমার মরণের পর উহা তুলিয়া নিও।'

ছেলেরা বাপের কথায় রাজী হইল। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ মরিয়া গেল। মাসখানেকের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে কোনই কথা হইল না; কিন্তু চারি বৌ'র মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। তখন চারি ভাই মনে করিল—মিছামিছি ঝগড়া করিয়া লাভ কি? বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই ত সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব চৌকীর নীচ হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া পৃথক্ হওয়াই ভাল।

চারি ভাই যুক্তি করিয়া চৌকীর নীচের মাটী খুঁড়িয়া ফেলিল। দেখা গেল চৌকীর পায়ার নীচে চারিটি পাত্র রহিয়াছে। তাহাদের একটাতে কতটুকু মাটী, একটাতে কিছু খড়, একটাতে অস্থি ও অপরটাতে কিছু অঙ্গার রহিয়াছে!

পাত্র চারিটি দেখিয়াই ত তাহাদের চক্ষুঃস্থির! পিতা যে তাহাদের জন্য কিরূপে সম্পত্তি ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহারা তাহা বুঝিতেই পারিল না।

অবশেষে তাহারা রাজ-সভায় যাইয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল। সভার কোন লোকই ব্যাপারটার কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। পরে তাহারা উজ্জয়িনীতে যাইয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় এই বিভাগের ব্যাপার জানাইল। তথাকার কোন লোকও ব্যাপারটার কিছু স্থির করিতে পারিল না। বণিকের ছেলেরা তখন বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল।

এইভাবে কিছুকাল গেলে, উহারা প্রতিষ্ঠান নগরে গেল। সেখানকার মহাজনদিগের কাছেও তাহারা এই বিভাগের ব্যাপার বর্ণন করিল, কিন্তু মহাজনেরাও ব্যাপারটার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিল না।

ঐ সময় সেই নগরে এক কুমারের বাড়ীতে শালিবাহন বাস করিতে-ছিলেন। তিনি বণিকপুত্রগণের এই বিষয়-বিভাগের কথা শুনিয়া বলিলেন—'এই ব্যাপারে ত না বুঝিবার কিছুই নাই। এই বিভাগদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, বণিক তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাটী অর্থাৎ সমুদয় ভূ-সম্পত্তি দিয়াছেন; দ্বিতীয় পুত্রকে খড় অর্থাৎ সকল প্রকার শস্য দিয়াছেন; তৃতীয় পুত্রকে দিয়াছেন অস্থি অর্থাৎ অস্থিময় প্রাণী—কি না সকল পশু; আর চতুর্থ পুত্রকে দিয়াছেন অঙ্গার অর্থাৎ হীরকাদি মূল্যবান পদার্থ।'

বণিকের ছেলেরা বুঝিল ইহাই যথার্থ কথা, পিতা এইভাবেই সমুদয় সম্পত্তি চারিজনকে দিয়া গিয়াছেন। চারি ভাই আনন্দে দেশে ফিরিয়া গেল।

শালিবাহনের এই মীমাংসার কথাটা ক্রমে ক্রমে বিক্রমাদিত্যের কানে গেল। তিনি মীমাংসাকারীর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হইলেন এবং ঐ নগরের লোক-দিগের নিকট দূত পাঠাইয়া মীমাংসাকারীকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইতে লিখিলেন।

গ্রামের লোকেরা শালিবাহনকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পত্রের কথা জানাইলে শালিবাহন কিছুতেই উজ্জয়িনী যাইতে রাজী হইলেন না ; বরং গর্ব্বের সহিত বলিলেন—'বিক্রমাদিত্য কে ? আমি কেন তাহার কাছে যাইব ? তাহার আবশ্যক থাকিলে, সে আমার কাছে আসিতে পারে।'

বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন—তৎক্ষণাৎ সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে যাত্রা করিলেন।

প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া রাজা পুনরায় শালিবাহনের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন। শালিবাহন দূতের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—'আমিও সৈন্যাদি লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ করিব।'

দূত ফিরিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে সেই কথা জানাইল।

এদিকে শালিবাহন কুমারের বাড়ীতে বসিয়া মাটী দিয়া বহু হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক গড়াইলেন এবং মন্ত্রবলে সেগুলিকে জীবন দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, হাতী-ঘোড়ার ডাক, সৈন্যদের কোলাহল ও সকলের পায়ের চাপে ধূলি উড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া ফেলিল।

বিক্রমাদিত্যের সহিত যুদ্ধে শালিবাহনের সমুদয় সৈন্য মরিয়া গেল। শালিবাহন আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া অনন্তনাগকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তনাগ বহু সর্প শালিবাহনের নিকট পাঠাইয়া দিলে তাহাদের দংশনে বিক্রমাদিত্যের সৈন্যসকল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া যাইয়া অমৃতলাভের জন্য নয় বৎসর পর্য্যন্ত বাসুকীর আরাধনা করিলেন। রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বাসুকী তাঁহাকে অমৃতের কলসী দিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই অমৃত-কলসী লইয়া গৃহে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন—'মহারাজ, আপনি ভিক্ষুকগণের পক্ষে চিন্তামণি-তুল্য। কেন না, আপনি তাহাদিগকে সমুদয়

প্রার্থিত-বস্তু দান করেন। আমারও একটা বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; মহারাজ যদি তাহা দেন, তবেই সে কথা বলিতে পারি।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।'

ব্রাহ্মণ তখন বিক্রমাদিত্যের নিকট অমৃতের কলসী প্রার্থনা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রাজা শালিবাহনই তাহাকে বিক্রমাদিত্যের নিকট পাঠাইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য ভাবিলেন—

পশ্চিমে উদিত যদি হয় দিবাকর,
কাঁপে মেরু, সুশীতল হয় বৈশ্বানর,
পর্ব্বত-শিখরে পদ্ম পাষাণেতে ফুটে
সাধুর বচন তবু বিন্দু নাহি টুটে।

এই ভাবিয়া বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে অমৃতের কলসী দান করিলেন। তারপর উভয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।"

এই কথা শেষ করিয়া পুতুল বলিল—"কেমন ভোজরাজ! আপনাতে এইরূপ ধৈর্য্য ও দান-শক্তি আছে কি?—যদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।

পঞ্চবিংশ পুতুল—প্রিয়দর্শনা

রাজা ভোজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে চাহিলে অন্য পুতুল বলিতে লাগিল ঃ—

"মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে, কিছুদিন পরে তাঁহার সভায় এক জ্যোতিষী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দৈবজ্ঞ, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন— 'মহারাজ, এবছর অনাবৃষ্টি হইবে।'

রাজা বলিলেন—'মহাশয়, অনাবৃষ্টির কি কোন প্রতিকারের উপায় নাই?'

দৈবজ্ঞ কহিলেন—'হাঁ, আছে। যদি কোনরূপ যজ্ঞ করা যায়, তবে বৃষ্টি হইবে।'

রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন —অনাবৃষ্টি বারণের জন্য তাঁহাদিগকে দিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; যজ্ঞ করিবার আগে ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী, অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতিকে প্রচুর অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য দিয়া তুষ্ট করিলেন।

যজ্ঞ করিয়াও বৃষ্টি হইল না। বৃষ্টি না হওয়াতে লোকের কষ্টের আর সীমা রহিল না। প্রজার দুঃখ দেখিয়া রাজার মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি যজ্ঞের স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন দৈববাণী হইল—'মহারাজ, আপনার যজ্ঞস্থানের সম্মুখে যে দেবতার মন্দির আছে, সেই মন্দিরের দেবীর কাছে সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ বলি দিলে বৃষ্টি হইবে।'

এই দৈববাণী শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ দেবতার মন্দিরে গেলেন এবং দেবতাকে

'আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি যেন না হয়, এই বর দিন

প্রণাম করিয়া নিজের মাথায়ই খড়্গের আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। দেবতা অমনি রাজার হাতের খড়্গ ধরিয়া বলিলেন—'রাজন্, তোমার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর লও।'

রাজা বলিলেন—'দেবি! আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি যেন না হয়, এই বর দিন।'

দেবতা রাজাকে সেই বরই দিলেন। রাজা সভায় ফিরিলেন; তাঁহার গুণে রাজ্য রক্ষা পাইল—প্রজার দুঃখ দূর হইল।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও পরোপকার গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ নীরব রহিলেন।
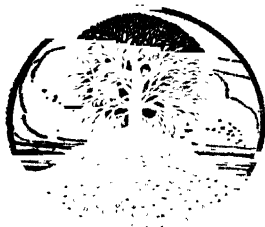
ষড়বিংশ পুতুল—কামোন্মাদিনী

ভোজরাজ আবারও সিংহাসনে বসিতে গেলেন। অন্য পুতুল তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল ঃ—

"বিক্রমাদিত্যের মত দান, দয়া, বিবেচনা ও ধৈর্য্যগুণ আর কোনও রাজার নাই। তিনি যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন, যাহা মনে ভাবিতেন তাহাই বলিতেন। এজন্যই তিনি সাধু ব্যক্তি। কথিত আছে—

যথা মন তথা কথা, কথামত কাজ,
মনে মুখে কাজে সাধু সদা এক সাজ।

একদিন স্বর্গে সভা বসিয়াছে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আর সভায় অষ্টাশী হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটী দেবতা, অষ্ট লোকপাল, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, দ্বাদশ আদিত্য, নারদ, তম্বুর, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি গায়ক-গায়িকারা এবং গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত হইয়াছেন।

এমন সময় নারদ বলিলেন—'পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা আছেন। তাঁহার ন্যায় কীর্ত্তিমান, পরোপকারী ও মহাশয় রাজা আর একজনও নাই।'

এই কথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত দেবতারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু কামধেনু বলিলেন—'একথায় বিস্মিত হইবার বা সন্দেহের কোনই কারণ নাই। নারদের কথাই সত্য। পৃথিবী বহু রত্নের আকর; কাজেই তাহাতে দান, তপস্যা, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নীতি বিষয়ে বিস্ময়ের কি আছে।'

তখন দেবরাজ সুরভিকে কহিলেন—'সুরভি! তুমিই পৃথিবীতে যাইয়া বিক্রমাদিত্যের দয়া ও পরোপকার প্রভৃতি গুণের বিষয় জানিয়া আইস।'

সুরভি ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া পৃথিবীতে চলিলেন; পৃথিবীতে আসিয়া রোগে জড়সড় অতি দুর্ব্বল গাভীর রূপ ধারণ করিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য পথে চলিয়াছেন, এমন সময়ে সুরভি মায়া দ্বারা একটা কাদা-ভরা পুকুরের ভিতর পড়িয়া গেলেন—কাদায় ডুবিয়া যাইতে যাইতে কাতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া রাজা কাছে আসিলেন—দেখিলেন একটা রোগা গাই কাদায় ডুবিয়া যাইতেছে। অমনি তিনি গাইটাকে তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিতে পারিলেন না।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেলেন। চারিদিকে আঁধার ছড়াইয়া রাত্রি আসিতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে একটা বাঘ আসিয়া ঐ পুকুরের পারের জঙ্গলে লুকাইল। এ সকল দেখিয়া রাজা আর পুরীতে ফিরিলেন না—গাইটিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই পুকুরের পারেই সারা রাত্রি কাটাইলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি গেল, সূর্য্য উঠিল; দিনের আলো দেখিয়া বাঘও চলিয়া গেল। সুরভি তখন নিজেই কাদা হইতে উঠিয়া কহিলেন—'রাজন্! আমি কামধেনু সুরভি। তোমার দয়াদি গুণের পরীক্ষা করিবার জন্য দেবরাজের আদেশে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছি। তোমার দয়া ও মহত্ত্ব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি—বর লও।'

রাজা কোনই বর চাহিলেন না, কেবল বলিলেন—'তোমাদের প্রসাদে আমার কিছুরই তো অভাব নাই।'

সুরভি তখন আপনা হইতেই বলিলেন—'রাজন্, আমি তোমারই কাছে থাকিব।' এই বলিয়া তিনি রাজার সঙ্গে চলিলেন।

রাজা সুরভিসহ রাজপুরীর দিকে চলিলেন। এমন সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিজের দরিদ্র অবস্থা জানাইয়া বলিতে

লাগিলেন—'মহারাজ, আমি অতি দরিদ্র তাই সকলকে দেখিয়া শুনিয়া থাকি, কিন্তু আমাকে কেহই দেখে না।

হে দারিদ্র্য নমস্কার, সিদ্ধ আমি তোমার কৃপায়,
কেহ নাহি দেখে মোরে, আমি দেখি জগত-জনায়।

যে দরিদ্র, তাহার গৃহে চিরকালই সূতক অশৌচ রহিয়াছে। পুত্র জন্মিলে গৃহস্থের কেবল কয়দিন মাত্র অশৌচ থাকে; কিন্তু, পুত্ররূপ দরিদ্রতা যাহার নিত্যই লাগিয়া আছে, তাহার অশৌচ কখনও ক্ষয় পায় না।'

ব্রাহ্মণের এই উক্তি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়, আপনি কি চান?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'মহারাজ! আপনি আশ্রিতদিগের পক্ষে কল্পতরু। যাহাতে আমার দারিদ্র্য চিরকালের জন্য দূর হয় তাহারই ব্যবস্থা করুন।'

রাজা বলিলেন—'তবে এই কামধেনু আপনাকে দিতেছি। ইহাদ্বারা আপনার সকল দুঃখ দূর হইবে।'

রাজার বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না—কামধেনু লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে যাত্রা করিলেন। রাজাও রাজপুরীতে ফিরিলেন।"

পুতুল এই গল্প শেষ করিয়া কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ উদারতা থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

সপ্তবিংশ পুতুল—সুখসাগরা

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিলেন। অন্য পুতুল তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল :—

"মহারাজ, শুনুন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে এক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দেশের রাজা অতিশয় ধার্ম্মিক। তিনি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সমুদয় কাজ করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

রাজা নিজে খুব আচার-নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন বলিয়া রাজ্যের লোকেরাও সদাচারী, অতিথি-পরায়ণ ও দয়ালু ছিল।

বিক্রমাদিত্য মনে মনে স্থির করিলেন যে, ঐদেশে তিনি তিন বা পাঁচদিন বাস করিবেন। তিনি সেই নগরের এক দেবালয়ে যাইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন; পরে তথাকার নাটমন্দিরে বসিলেন।

সেই সময় আরও কতকগুলি লোক তথায় আসিয়া বসিল। নানা আমোদ-জনক কথাবার্ত্তার পর তাহারা সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঐসকল লোকের মধ্যে একজনের আকৃতি রাজপুত্রের ন্যায় অতি সুন্দর। তাহার কাপড়-চোপড় যেমন মূল্যবান, অলঙ্কার-পত্রও তেমনই মহামূল্য।

বিক্রমাদিত্য তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—এ ব্যক্তি কে?

পরদিন আবার সেই ব্যক্তিই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর তাহার আগের দিনের মত সাজসজ্জা নাই। সেদিন তাহার পরিধানে একখানা নেংটী মাত্র!

বিক্রমাদিত্য তাহাকে দেখিয়া এইরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল—'মহাশয়, কর্ম্মবশেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে। আমি একজন দ্যূত-বিদ্যায় (জুয়াখেলায়) পারদর্শী। কিন্তু উহা বড়ই লক্ষীছাড়া ব্যাপার।'

সেই ব্যক্তির কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'মহাশয়, আপনি এরূপ বুদ্ধিমান হইয়াও কেন দ্যূত-ক্রীড়া করেন ?'

ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—'মহাশয়, অতি বড় বুদ্ধিমান লোকও কর্ম্মের ফেরে পড়িয়া কোন্ অপকর্ম্ম না করে ? মানুষের বুদ্ধি কর্ম্ম-ফল অনুসারেই চালিত হইয়া থাকে।'

রাজা বলিলেন—'দেখ, দ্যূত-কার্য্য অতিশয় আপদের মূল, সকল প্রকার ব্যসনের আশ্রয়। কথিত আছে—

দ্যূত-ক্রীড়া অকীর্ত্তির জানিবে নিলয়
চোর আর কুলটার অতি প্রিয় হয়।
দ্যূতেই পাতক যত অবস্থান করে,
বিষম নরক-পথ জানিবে উহারে।
বিমল-বিশদ-বুদ্ধি প্রজ্ঞাবান্ নরে
জানিয়া কি হেন কর্ম্ম কদাপি আচরে ?

আরও দেখ, অতিশয় মোহে আসক্ত হইলেই লোক দ্যূত-ক্রীড়ায় রত হয়। তারপর সে ঐ কাজ করিয়া যে দুঃখকষ্ট পায়, তাহার অপেক্ষা অখ্যাতি, দারিদ্রতা, বহু বিপদ, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি রিপুসকল, চুরি করা এবং নরক-বাসিগণের দুঃখও অনেক ভাল। কু-কার্য্যকারীরা যখন একেবারে অধঃপাতের শেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখনই সকলের মনে উহার কথা জাগে। কাজেই বুদ্ধিমানের পক্ষে দ্যূত-কার্য্য, মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান, পশু-শিকার, চুরি প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

একটি ব্যসনে লোক আসক্ত হইলে,
উদ্ধারের পথ তার কভু নাহি মিলে ;

সপ্তবিধ ব্যসনেতে যে জড়ায়ে পড়ে,
সে হতভাগ্যের গতি কে বলিতে পারে ?
দেখ,—যুধিষ্ঠির দ্যূতে পড়ি, বকাসুর আমিষের আশে
যাদবেরা মদ্য-পানে, বিনষ্ট সুন্দর কাম-বশে।
ব্রহ্মদত্ত মৃগ নাশি, শিবভূতি চৌর্য্যবৃত্তি করি,
লঙ্কার রাবণ মৈল শ্রীরামের বণিতারে হরি ॥

কাজে কাজেই ব্যসনে আসক্ত হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে।'

দ্যূতকার কহিল—'মহাশয়, আমি কিরূপে উহা ছাড়িতে পারি ?

দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে…

আমার যে প্রাণ-ধারণের আর কোনও উপায় নাই। আপনি যদি জীবন-ধারণের অন্য কোন উপায় করিয়া দেন, তবেই আমি দ্যূত-ক্রীড়া ছাড়িতে পারি।'

দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দুইজন পথিক আসিয়া

ঐ স্থানে বসিল এবং পরস্পর আলাপে বলিল যে, নিকটস্থ দেবালয়ের ঈশান কোণে পাঁচ ধনুঃ দূরে তিনটি কলসী মাটীর নীচে রহিয়াছে। উহা সোনায় পরিপূর্ণ। যে ভৈরবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের রক্ত দান করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ঐ কলসী তিনটি পাইবে!

বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গেলেন এবং ভৈরবকে তুষ্ট করিবার জন্য নিজ দেহের রক্ত দান করিয়া সোনাভরা কলসী তিনটি উদ্ধার করিলেন ; তারপর দ্যূতকারকে উহা দান করিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি, ধৈর্য্য ও পরোপকারাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

অষ্টাবিংশ পুতুল—শশি-কলা

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উদ্যোগ করিলে, অন্য পুতুল কহিল—"রাজন্, ধৈর্য্যাদি গুণে গুণী বিক্রমাদিত্যই কেবল এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য—অন্যে নহে।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এক নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের পাশ দিয়া একটি নদী গিয়াছে—নদীর জল অতিশয় নির্ম্মল। নদীর তীরেই এক অরণ্য—তাহাতে বহু প্রকারের গাছ-লতা। গাছে গাছে, লতায় লতায় ফুল-ফল শোভা পাইতেছে। সেই মনোহর অরণ্যের মাঝখানে একটি অতি সুন্দর দেবালয়। রাজা সেইখানে যাইয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া দেবালয়ে বসিলেন। সেই সময়ে চারিজন পথিকও তথায় আসিয়া বসিল।

বিক্রমাদিত্য পথিকগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পথিকেরা বলিল—'অপূর্ব্ব-দেশে বেতাল-পুরী নামে এক নগর আছে। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শোণিত-প্রিয়া। বেতাল-পুরীর রাজা ও মহাজনেরা প্রতি বৎসর, অমঙ্গল নাশের জন্য এবং নিজ নিজ অভিলাষ পূরণের জন্য দেবতার পূজায় নরবলি প্রদান করেন। পূজার দিন যদি কোনও বিদেশী লোক সেখানে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকেই দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে ঠিক পূজার দিনই আমরা সেখানে গিয়াছিলাম। নগরের লোকেরা আমাদিগকে ধরিতে আসিলে, আমরা পলাইয়া এই দেবালয়ে আসিয়াছি।'

পথিকদিগের এই কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন এবং শোণিত-প্রিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া স্তবস্তুতি করিলেন; পরে বিশ্রামের জন্য নাটমন্দিরে গেলেন।

ক্ষণকাল পরেই কতকগুলি নাগরিক বাদ্যভাণ্ড লইয়া সেখানে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজনের মুখ মলিন—ভয়ে ও চিন্তায় চক্ষু যেন কোটরে গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন—নগরবাসীরা উহাকে শোণিত-প্রিয়া দেবীর কাছে বলি দিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছে। রাজা সেই বিপদাপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন।

রাজা ভাবিলেন—নিজ শরীর দিয়াও ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভকরা কর্ত্তব্য। কেন না—লক্ষ্মী, জীবন, যৌবন, দেহ ও সংসার সকলই কিছুদিন পরে চলিয়া যায়—কিছুই থাকে না। একমাত্র কীর্ত্তি আর ধর্ম্মই স্থির থাকে, উহার ক্ষয় নাই। শাস্ত্রে আছে—

চিরস্থায়ী নহে ভবে মানব-জীবন,
চিরদিন স্থায়ী কভু নাহি রহে ধন।
মরণ শিয়রে জানি সদা সন্নিহিত,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচরিবে হয়ে অবহিত॥

পদধূলি তুল্য ধন, নদী-স্রোত সমান যৌবন,
জলবিন্দু তুল্য অন্ন, ফেনতুল্য জীবের জীবন।
স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটক ধর্ম্মধনে যে নাহি আচরে—
অনুতাপ, জরা ভুগি, শোকানলে সেই পুড়ি মরে।

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া বিক্রমাদিত্য নগরবাসীদিগকে সবিনয়ে বলিলেন—'মহাশয়গণ, আপনারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাহাকে লইয়া যাইতেছেন, একে ত তাহার দেহ অতি কৃশ, তার উপর আবার সে ব্যক্তি ভয়ে অতিশয় কাতর। অতএব উহাকে ছাড়িয়া দি'ন। উহার বদলে আমাকে দেবতার নিকট বলি দি'ন। আমার শরীর বেশ মোটাসোটা। আমার মাংস পাইলে দেবতাও বেশ সন্তুষ্ট হইবেন।'

নগরবাসীরা রাজার কথায় রাজী হইল। বিক্রম শোণিত-প্রিয়া দেবীর নিকট যাইয়া নিজের গলা খড়্গদ্বারা কাটিতে উদ্যত হইলেন।

তখন দেবী রাজার হাতের খড়্গ ধরিয়া বলিলেন—'তোমার ধৈর্য্য ও পরোপকার গুণে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বর লও।'

রাজা কহিলেন—'দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আজ হইতে তুমি মানুষের মাংস পরিত্যাগ করিবে—আমাকে এই বর দাও।'

'মহাশয়গণ,...উহাকে ছাড়িয়া দি'ন...আমাকে...বলি দি'ন।' পৃঃ ১১৫

দেবী রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।"

পুতুল এই কাহিনী শেষ করিয়া কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য, পরোপকার-গুণ ও দান-শক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

উনত্রিংশ পুতুল—চন্দ্র-রেখা

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসিবার উদ্যোগ করিলে, অপর পুতুল বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিল ঃ—

"একদা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজসভায় বসিয়া আছেন। সামন্ত-রাজগণের কুমারেরা রাজার চারিদিকে বসিয়া বিক্রমের সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভাট আসিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন—'মহারাজ! আপনি পুত্রপৌত্র-পরিজনসহ অনন্তকাল রাজ্য ভোগ করুন।'

পরে রাজার স্তব করিয়া কহিলেন—

'ময়ূর আতপ-তাপে হইয়া চঞ্চল
মেঘের সমীপে যথা যাচে বিন্দু জল;
হে রাজন্! তব পাশে এ দীন ব্রাহ্মণ
দারিদ্র্যের মুক্তি-হেতু করিছে যাচন।

মহারাজ! আমি অতিশয় দূরদেশে বাস করি। মহারাজের দানের কথায় সপ্তসাগর-বেষ্টিতা পৃথিবী পরিপূর্ণা। আমি সেই প্রশংসা শুনিয়া মহারাজের নিকট আসিয়াছি। আপনার কীর্ত্তিতে মেদিনী অলঙ্কৃতা হইয়াছে।

মহারাজ! আপনাকে দেখিয়া ধনেশ্বর নামক রাজার কথা আমার মনে পড়িতেছে। উত্তর দেশের ঈশান কোণে জম্বীর নগর, সেখানে ধনেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর অভাব মোচনের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিতেন। ধনেশ্বর একদা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে, সপ্তমী তিথিতে, বসন্ত পূজা করিলেন। পূজার বার্ত্তা শুনিয়া ভিক্ষার্থীরা বহু দেশ দেশান্তর হইতে তথায়

আসিল। রাজা অষ্টাদশ কোটী সুবর্ণ তাহাদিগকে দান করিলেন।—উদারতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই রাজার ন্যায় আপনিও এদেশে একমাত্র দাতা।'

স্তুতি-পাঠকের কথা শুনিয়া রাজা ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া আনিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন—'ইহাকে ভাণ্ডারে লইয়া যাও—সেখানকার সমুদয় অদ্ভুত রত্ন দেখাও। ইনি যাহা চাহেন তাহাই লইতে দাও।'
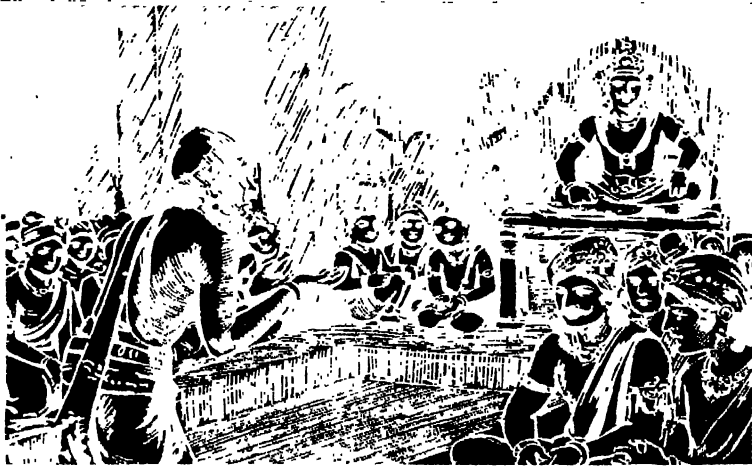
এক ভাট আসিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন—... পৃঃ ১১৭

ভাণ্ডারী তাহাই করিল। ব্রাহ্মণও ঈপ্সিত ধনরত্ন লইয়া পরম পরিতুষ্ট-চিত্তে রাজাকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।"

পুতুল এই গল্প শেষ করিয়া কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

ত্রিংশ পুতুল—হংস-গামিনী

রাজা ভোজ পুনরায় সিংহাসনে বসিতে হইলে, অপর পুতুল বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিল ঃ—

"একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত-রাজকুমার-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। এমন সময় এক ঐন্দ্রজালিক আসিয়া তাঁহাকে নিজের কৌশল দেখাইতে চাহিল। রাজা কহিলেন —'কাল সকালে তোমার খেলা দেখিব।'

পরদিন প্রভাতে রাজা প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সিংহাসনে বসিলে একব্যক্তি একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া সভায় আসিল। পুরুষটির দেহ সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল, প্রকাণ্ড দাড়ীতে বুক ঢাকিয়া রহিয়াছে। এক বিশাল খড়্গ কাঁধে করিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল।

লোকটি আসিয়াই রাজাকে নমস্কার করিল। সভাস্থ লোকেরা উহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

আগন্তুক বলিল—'আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সহচর; শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে আছি। এই রমণী আমার স্ত্রী। দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—আমাকে সেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। রাজা বিক্রমাদিত্য পর-নারীর সহোদর তুল্য। তাই তাঁহার নিকট ভার্য্যাকে রাখিয়া যুদ্ধে যাইব।'

শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আরও অবাক্ হইল। আগন্তুক, স্ত্রীকে রাজার নিকট রাখিয়া আকাশপথে উপরের দিকে উঠিয়া গেল।

ক্ষণমধ্যেই শূন্যে 'মার মার'—'মুণ্ডচ্ছেদ কর'—'মুণ্ডচ্ছেদ কর'—এইরূপ শব্দ ও ভীষণ কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। সভার লোকেরা আকাশের দিকে অতিশয় কৌতূহলের সহিত চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে সভার মাঝে রক্তমাখা খড়্গ ও একখানা

একব্যক্তি একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া সভায় আসিল পৃঃ ১১৯

হাত পড়িল। তাহা দেখিয়া সকলেই দুঃখের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীই যুদ্ধে মরিয়াছে—এই খড়্গ ও হাত তাহারই।

সভায় এইরূপ কথোপকথন শেষ হইতে না হইতেই মস্তক ও দেহটা সভায় আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটি তখন রাজাকে বলিল—'দেব! আমার স্বামী যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগকরিয়াছেন। সম্মুখেই তাঁহার কাটা শরীর দেখিতেছেন। যাঁহার জন্য এতদিন বাঁচিয়াছিলাম তিনিই যখন দেহ ত্যাগকরিলেন তখন আর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। দেখুন—

কৌমুদী চন্দ্রের সহ-গমন করে, সৌদামিনী মেঘে বিলীন হয়। রমণীরা যে পতির্ই পথেই গমন করে—চেতনা-হীনেরাও ইহার প্রমাণ দেয়। শাস্ত্র বলে—

যে নারী, মরিলে পতি পোড়ে চিতানলে,
অরুন্ধতী সম পূজে দেবতা সকলে।—

* * *

ছিন্নতার বীণা আর চক্রশূন্য রথের মতন,
থাকুক স্বজন শত—বিধবার বৃথাই জীবন।
নারীর বৈধব্য তুল্য মহীতলে দুঃখ নাই আর,
ধন্যা সেই নারীকুলে পতি-অগ্রে মরণ যাহার।'

এইরূপ বলিয়া ঐ রমণী আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য রাজার পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল। রমণীর কাতর প্রার্থনায় রাজার মনও বিচলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ চন্দনাদি কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সাজাইয়া রমণীকে দেহত্যাগের অনুমতি দিলেন। রমণীও রাজার সম্মুখেই আগুনে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগকরিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া সভায় আসিলেন। সামন্ত-রাজকুমারগণও রাজার চারিদিকে নিজ নিজ আসনে বসিলেন। এমন সময় পূর্ব্বদিনের সেই খড়্গধারী ব্যক্তি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইল—রাজার কণ্ঠে পারিজাতের মালা পরাইয়া দিল এবং দেবাসুর যুদ্ধের নানা কথা বলিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সভার লোকেরা একান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

সেই খড়্গধারী ব্যক্তি বলিল—'মহারাজ! আমি স্বর্গে যাইতে না যাইতেই দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেক দৈত্য মরিল—কতকগুলি পলাইয়া গেল। যুদ্ধ শেষ হইলে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—'তোমাকে আর পৃথিবীতে বাসকরিতে হইবে না। তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে তুমি স্বর্গেই থাক।'.

—এই বলিয়া তিনি পুরস্কার-স্বরূপ নিজ বাহু হইতে খুলিয়া এই মুক্তার বালা আমাকে দিলেন। আমি দেবরাজকে কহিলাম—'দেব! বিক্রমাদিত্যের নিকট আমি আমার পত্নীকে রাখিয়া আসিয়াছি। নিমেষ-মধ্যে আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।'—তাই মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আমার পত্নীকে দি'ন, আমি এক্ষণেই স্বর্গে চলিয়া যাইব।'

খড়্গধারী পুরুষের এইরূপ কথা শুনিয়া সভাজনসহ রাজা অতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইলেন। কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

খড়্গধারী জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ! কেন চুপ করিয়া রহিলেন?'

রাজার পার্শ্বস্থ অন্যান্য লোকেরা বলিল—'তোমার স্ত্রী কল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিয়াছে।'

খড়্গধারী জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?'

সকলেই নীরব রহিল—কোন উত্তর দিল না। এই ব্যাপার দেখিয়া খড়্গধারী বলিল—'মহারাজ! আপনি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকুন। আমি মহা ঐন্দ্রজালিক; আপনাদের সমক্ষে নিজ ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কিছু পরিচয় দিলাম।'

রাজা ও সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

এই সময় ভাণ্ডারী আসিয়া বলিল—'মহারাজ! পাণ্ড্যদেশের রাজা কর-স্বরূপ আট কোটী স্বর্ণ, তিরানব্বই তুলা * মুক্তাফল, মদ-মত্ত পঞ্চাশটি হাতী, তিনশত ঘোড়া ও চারিশত পণ্যাঙ্গনা পাঠাইয়াছেন।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'সমুদয় এই ঐন্দ্রজালিককে প্রদান কর।'

ভাণ্ডারী রাজার আদেশ পালন করিল।"

এই গল্প শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ দান-শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মুখ নীচু করিয়া রহিলেন।

* চারিশত তোলায় এক 'তুলা হয়।

একত্রিংশ পুতুল—রসবতী

রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলে, অন্য পুতুল বলিল—"মহারাজ! যিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দানাদি গুণসম্পন্ন, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বলিলেন—"পুত্তলিকে! বিক্রমাদিত্যের গুণের বিষয় বর্ণনা কর।"

পুতুল কহিতে লাগিল :—

"রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে একদা এক দিগম্বর আসিয়া তাঁহার হাতে একটি ফল দিয়া কহিল—'মহারাজ! অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি শ্মশানে হোম করিব। আপনি পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি, আপনাকে সেই সময় উত্তর-সাধকের কাজ করিতে হইবে। শ্মশানের কাছেই একটি শমীগাছ আছে, তাহাতে এক বেতাল বাস করে। কোনরূপ কথা না বলিয়া আপনি তাহাকে আনয়ন করিবেন।'

বিক্রমাদিত্য দিগম্বরের কথায় রাজী হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দিগম্বর হোমের আয়োজন করিলে রাজা শ্মশানে গেলেন। শমীবৃক্ষে বেতালকে দেখাইয়া দিলে, রাজা তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতে লাগিলেন। বেতাল, রাজাকে কথা বলাইবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু মৌনভঙ্গের ভয়ে বিক্রমাদিত্য কোন কথাই বলিলেন না। পরিশেষে বেতালই গল্প বলিতে লাগিল :—

হিমালয়ের দক্ষিণপাশে বিন্ধ্যবতী নামে এক নগরী আছে। তথাকার রাজার নাম সুবিচারক, রাজপুত্রের নাম ময়সেন। ময়সেন একদিন মৃগয়ায় যাইয়া এক হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোর বনে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে নগরের পথে আসিতে আসিতে এক নদীর কূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন —এক ব্রাহ্মণ নিত্যকার্য্য করিতেছেন।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার ঘোড়াটা ধরিতে বলিলেন

রাজপুত্র জলপান করিবেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণকে তাঁহার ঘোড়াটা— জলপান সময় পর্য্যন্ত ধরিতে বলিলেন।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল—'আমি কি তোমার চাকর, যে, ঘোড়া ধরিব ?'

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে চাবুক মারিলেন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া রাজার নিকট রাজপুত্রের আচরণের বিষয় জানাইলেন। রাজা আদেশ করিলেন—'রাজপুত্রকে দেশ হইতে দূর করিয়া দাও।'

মন্ত্রী বহু-প্রকার অনুরোধ করিলে, রাজা পূর্ব্বের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রের হাত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন।

এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে এইরূপ কাজে বিরত হইতে অনুরোধ করিলে, রাজা পুত্রের হস্তচ্ছেদ করিলেন না।

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া বেতাল, বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করিল—'রাজন্! ইহাদের মধ্যে কে বেশী গুণবান?'

বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—'রাজাই অধিক গুণবান!'

রাজা মৌনভঙ্গ করাতে বেতাল তৎক্ষণাৎ শমীগাছে চলিয়া গেল। রাজা আবার সেখান হইতে বেতালকে লইয়া আসিতে লাগিলেন। বেতালও আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বেতাল এক এক গল্প শেষ করিলেই বিক্রমাদিত্য বেতালের কথার উত্তর করেন—আর বেতাল অমনি শমীবৃক্ষে চলিয়া যায়। এইরূপ পঁচিশটা গল্প বলিলে, বেতাল, বিক্রমাদিত্যের বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন সে বিক্রমাদিত্যকে কহিল—'রাজন্! এই দিগম্বর তোমাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।'

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—'সে কি প্রকার?'

বেতাল বলিল—'তুমি আমাকে তথায় লইয়া গেলেই দিগম্বর তোমাকে বধ করিবে। তোমাকে অগ্নি-কুণ্ড প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে তুমি যেমন প্রণাম করিবার জন্য মাথা নোয়াইবে, তখনই সে খড়্গ দ্বারা তোমার প্রাণ বধ করিবে; পরে তোমার মাংসদ্বারা হোম করিবে। এ কার্য্য শেষ করিলে তাহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'আমাকে এখন কি করিতে হইবে?'

বেতাল বলিল—'দিগম্বর তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে বলিলে, তুমি বলিও যে—আমি সার্ব্বভৌম রাজা, কখনও কাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই। তুমি ঐরূপ প্রণাম করিয়া আমাকে শিখাও, পরে আমি প্রণাম করিব।—তখন সে

প্রণাম করিবার জন্য মাথা নোয়াইলে তুমি খড়্গদ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিও। আমি তোমাকে বাধা দিব না। ঐরূপ করিলে তোমার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।'

বিক্রমাদিত্য বেতালের কথানুসারে দিগম্বরের মাথা কাটিয়া ফেলিলে তাঁহার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইল। বেতালও রাজাকে বর দিতে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'যদি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাও, তবে এই বর দাও, যখনই তোমাকে মনে করিব, তখনই তুমি আমার কাছে আসিবে।'

বেতাল সে কথা স্বীকার করিল। রাজাও রাজধানীতে ফিরিলেন।"

কথা শেষ করিয়া পুতুল কহিল—"ভোজরাজ! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তাহা হইলে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

দ্বাত্রিংশ পুতুল—উন্মাদিনী

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। তখন সর্ব্বশেষ পুতুলটি কহিল—"রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণশালী ব্যক্তিই কেবল এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত; আর কেহই ইহাতে বসিবার যোগ্য নহেন। এই পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় রাজা আর একটিও নাই। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া একটা কাঠের খড়্গদ্বারা সমস্ত রাজাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে বিপদের বোঝা ঘাড়ে লইয়া পরের বিপদ্ দূর করিতেন। তিনি দেশ হইতে বহিষ্কৃত, যাচকদিগের দারিদ্র্যতা দূর ও দুর্ভিক্ষাদি দূর করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন এইরূপ রাজা পৃথিবীতে আর নাই। আপনার ঐরূপ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকিলে এই সিংহাসনে বসিতে পারেন।"

শুনিয়া রাজা ভোজ চুপ করিয়া রহিলেন।

পুতুলটি আবার বলিতে লাগিল—"রাজন্! বিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলেও আপনি সামান্য নহেন। আপনারা উভয়ে নর-নারায়ণের অবতার। বর্ত্তমানে আপনার তুল্য চরিত্র, বিদ্যা ও বিবিধ গুণে গুণবান রাজা আর কেহ নাই। আপনার প্রসাদে আমাদের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার শাপমোচন হইল। আমরা কৈলাসে চলিলাম।"

ভোজরাজ কহিলেন—"তোমাদের শাপ-বৃত্তান্ত বল।"

পুত্তলিকা আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া কহিল—"আমরা বত্রিশজন দেববালা, পার্ব্বতীর পরম প্রিয়পাত্রী ছিলাম। একদিন উমা-মহেশ্বর একাসনে

বসিয়া ছিলেন, তখন পার্ব্বতী-পতি আমাদের প্রতি বারংবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া পার্ব্বতীর বড় ক্রোধ হইল; তিনি আমাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন—'তোমরা আজ হইতে নির্জ্জীব পুতুল হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে লগ্ন হইয়া থাক।'

আমরা কাতরভাবে বার বার শাপ-মোচনের প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন—'দেবরাজ ঐ সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দান করিবেন। বিক্রমাদিত্যের পর সেই সিংহাসন ভোজরাজের অধিকারে যাইবে। তিনি তোমাদের মুখে বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা শুনিলেই তোমাদের শাপ মোচন হইবে।'"

পুতুলেরা ভোজরাজের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বেদী প্রস্তুত করাইলেন। বেদীর উপর অষ্টদল পদ্ম, তদুপরি **উমা-মহেশ্বর** প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রতিদিন তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিলেন।

—সমাপ্ত—